CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 November 2021 ■ আগরতলা ১৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৯ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্য মন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক, সংবাদকর্মীসহ গণমাধ্যমের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর ১৬ নভেম্বর দিনটি জাতীয় প্রেস দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৬৬ সালে এই দিনেই প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর থেকেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা নিয়ে প্রতিবছর জাতীয় প্রেস দিবস পালিত হয়।

গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে গণমাধ্যম। গণতন্ত্রের ভিতকে শক্ত ও মজবুত রাখতে গেলে গণমাধ্যমের সার্বিক স্বাধীনতা আবশ্যক। রাজ্য সরকার সাংবাদিক ও মিডিয়ার স্বাধীনতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। এই সময়ের মধ্যেই মিডিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমেরিকা থেকে ৫৬টি অত্যাধুনিক এম৭৭৭ কামান পাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): চিনা সেনার সম্ভাব্য হামলার কথা মাথায় রেখে সীমান্তে নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত। ভারতীয় সেনাবাহিনী আরও বেশি সংখ্যক এম৭৭৭ আল্ট্রা-লাইট হাউইতার কিনতে চলেছে আমেরিকার থেকে। লাদাখের পর চিনের সাথে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে অরুণাচলপ্রদেশের পাহাড়ি এলাকাতেও। তাই এই অঞ্চলেও আরও বেশি সংখ্যক কামান মোতায়েন করা হয়। এই আবহে আমেরিকা থেকে ৫৬টি এম৭৭৭ আল্ট্রা- লাইট হাউইতার পেতে চলেছে ভারত। ২০১৬ সালে ১৪৫টি এম৭৭৭ আল্ট্রা-লাইট হাউইতার অর্ডার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যা তথ্য দেয়ায় তৃণমূলের কাছে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যা বলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই ত্রিপুরা হাইকোর্ট হলফনামা দিয়ে জবাব চেয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুর ও নগর নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ সুস্মিতা দেবের দায়েরকৃত আবেদনের শুনানিতে পুর নির্বাচন যাতে অবাধ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সাথে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যৌথ প্রতিবেদনও চেয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, সূর্য কান্ত এবং বিক্রম নাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছে, যে কোনও রাজনৈতিক দল যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য আইন অনুসারে তার অধিকারগুলি অনুসরণ করতে বাধা না দেয় তা নিশ্চিত করা রাজ্য পুলিশের দায়িত্ব। আদালত বলেছে, 'আমরা আশা করি, রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাপনা সহ সরকার এবং ডিজিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।'

বিচারপতিদের বেঞ্চ আরও বলেছে, স্বতন্ত্র নিরাপত্তার জন্য, সমস্ত আটটি জেলার এসপি প্রতিটি মামলা এবং এলাকার বিষয়ে হুমকির উপলব্ধি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। বর্তমান আদেশ অনুসারে পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করে এবং ত্রিপুরায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে তা নিশ্চিত করার জন্য হলফনামা দাখিল করতে হবে। ডিজিপি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সম্মতি সংক্রান্ত একটি যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্যও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে ওই আবেদনে মিথ্যা বলেছেন আবেদনকারিণী। ত্রিপুরা হাইকোর্টে ছুটি চলছে, তাই আবেদনকারিণী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে আবেদনে উল্লেখ করেছেন। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে তৃণমূলের দায়েরকৃত মামলার শুনানিতে বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র সুপ্রিমকোর্টে আবেদনের বক্তব্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের হোস্টেলগুলিতে ছেলেমেয়েদের সাথে থাকতে পারবেন মা, সরকার প্রকল্প আনল 'মাদার অন ক্যাম্পাস'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের উপর। এই ছাত্রছাত্রীরা যেসব হোস্টেলে থেকে কোচিং নিয়ে থাকে সেই স্থানে মায়েদের উপস্থিতি থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের পাশাপাশি শিক্ষা স্থানের পরিবেশেরও উন্নতি সাধন হয়। কারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাথেয় করে সার্বিক বিবেচনার মাধ্যমে শিক্ষা দপ্তর 'মাদার অন ক্যাম্পাস' প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, এই প্রকল্প অনুযায়ী একসাথে দুইজনের বেশি মা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে পারবেনা। পর্যায়ক্রমে দুইজন করে ছাত্রছাত্রীর মা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্যে থাকতে পারবে। সপ্তাহান্তে ছাত্র বা ছাত্রীর মা চলে যাবার সময় হোস্টেলের দেওয়া একটি অফিসিয়াল ফরমেট পত্র পূরণ করবেন। প্রতি সপ্তাহে হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্ট হোস্টেলর সার্বিক সুবিধা অসুবিধা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, যদি কোন হোস্টেলে মায়েদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থাপনার অভাব থাকে তবে সেই হোস্টেলের ক্ষেত্রে আপাতত এই প্রকল্প স্থগিত থাকবে।

প্রথম থেকে প'ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের হোস্টেলের ক্ষেত্রে মায়েদের এই প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কোন স্থানীয় অভিভাবক থাকতে পারবে না। শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল অভিভাবক অথবা আইনত দত্তক নেওয়া মা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে পারবেন।তিনি জানান, বর্তমানে সারা রাজ্যে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত হোস্টেলগুলিতে মোট ৯ হাজার ৯৩৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। মোট হোস্টেল রয়েছে ২০৪টি।

রাজ্যের ৪,৪৬৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে গতকাল ৪,২৪৭টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক অভিভাবক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিক্ষক অভিভাবক সভায় ২,৫৮,৪৫০ জন অভিভাবক এবং ২৪, ১৪৪ জন শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। তিনি জানান, এই শিক্ষক অভিভাবক আলোচনা সভায় ভাল সংখ্যক শিক্ষক অভিভাবক অংশ নিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রী জানান, সিপাহীজলা জেলার ৫৯৪টি বিদ্যালয়ে ৫৯,৪৭৮ জন অভিভাবক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৬৩৪টি বিদ্যালয়ে ৩৮,৮৫৬ জন অভিভাবক, উত্তর ত্রিপুরার ৪৭০টি বিদ্যালয়ে ২৪, ৮২৬ জন অভিভাবক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর ব্যতীত ৪০৫টি বিদ্যালয়ে ২২,৩৬৬ জন অভিভাবক, ধলাই জেলার ৮১৮টি বিদ্যালয়ে ৩৪,৬৮৮ জন অভিভাবক, খোয়াই জেলার ৪৫৫টি বিদ্যালয়ে ২১, ১২৭ জন অভিভাবক, উনকোটি জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় কথিত সাম্প্রদায়িক হিংসার মিথ্যা ও ভুয়ো খবর প্রচারের দায়ে গ্রেফতার দুই তরুণী সাংবাদিকের শর্তাধীন জামিন মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় কথিত সাম্প্রদায়িক হিংসার মিথ্যা ও ভুয়ো খবর প্রচারের দায়ে গ্রেফতার দিল্লি-ভিত্তিক দুই যুবতী সাংবাদিককে আজ সোমবার শর্তাধীন জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। গতকাল অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার থানার পুলিশ দুই তরুণী সাংবাদিককে আটক করেছিল। এর পর ভোররাতে ত্রিপুরা পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে রাজ্যে নিয়ে এসেছিল। আজ তাঁদের গোমতি জেলা মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে।

দিল্লি-ভিত্তিক নিউজ পোর্টাল এইচডব্লিউ নিউজ নেটওয়ার্কের ওই দুই তরুণী সাংবাদিক সমৃদ্ধি কে সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা ৭৫ হাজার টাকা করে ব্যক্তিগত বন্ড এবং আগামীকাল মঙ্গলবার কাঁকড়াবন থানায় হাজিরা দেওয়ার পর মুক্তি পাবেন। এদিকে, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ওই দুই সাংবাদিককে রাজনৈতিক দলের দোসর বলে মন্তব্য করেছেন।

জানা গেছে, ত্রিপুরায় তথাকথিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সম্পর্কিত খবর সংগ্রহ করতে গত বৃহস্পতিবার এসেছিলেন সমৃদ্ধি এবং স্বর্ণা। এখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উসকানি দিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে তাঁদের মুখ থেকে মিথ্যা বক্তব্য বের করার অপচেষ্টা করেছিলেন বলে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইত্যবসরে ত্রিপুরায় তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে জনতাকে উসকানো এবং অপরাধজনিত ষড়যন্ত্র রচনার দায়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায় থানায় এবং গোমতি জেলার কাঁকড়াবন থানায় মামলা রুজু হয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশের কাছে খবর যায়, এঁরা ত্রিপুরা থেকে দিল্লির উদ্দেশে পালত্রছেন। এই খবরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত নিগেমর এক কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী কার্তিক দাস জিবি হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুশয্যায় ছটফট করছে। এ বিষয়ে হেলদোল নেই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের। অসহায় পরিবার সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য বিদ্যুৎ নিগমর কর্মকর্তাদের কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছে।

দুর্গাপূজার প্রাকমুহূর্তে বিদ্যুৎ নিগমের খয়ের পুর ডিভিশন এর স্টাফ কার্তিক দাস লাইনে কাজ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দূর্ঘটনায় আহত ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ কমলপুর/ কল্যাণপুর , ১৫ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মন পাথর বাজার সংলগ্নব্রু সংগ্রমা মথহ এর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। একটি দ্রুতগামী ইকো গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য গাড়ি বাইককে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মনপাথর বাজার এলাকায় যান দুর্ঘটনায় গুরতর আহত তিন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সংলগ্ন ব্রু সংগ্রমা মথহ এর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনার শিকার হয় কিছু সংখ্যক লোকজন। জানা যায় ,শান্তির বাজার থেকে আগরতলাগামী টি আর ০৮ সি ০৭৮৫ নাম্বারের ইকো গাড়ী দ্রুতগতিতে থাকায় মনপাথর এলাকায় ব্রু সংগ্রমা অফিসের সামনে পার্কিং অবস্থায় থাকা কিছু সংখ্যক গাড়িতে ও বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে অনেকগুলি গাড়ি ও বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, কিছু সংখ্যক গাড়িতে ও বাইকে থাকা লোকজন এই দুর্ঘটনায় আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনেরা জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় জলে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ নভেম্বর।। স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু এক ইট ভাট্টা শ্রমিকের। মৃতঃ শ্রমিকের নাম শংকর চৌহান। বয়স ৪২ বছর। বাড়ি বিহারের নোয়াডা এলাকায়। ঘটনা সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারার মা কামাক্ষা ইট ভাট্টা এলাকায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় বিলোনিয়া দমকলকর্মীরা।

দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই , শ্রমিকরা ছুটে গিয়ে জল থেকে তুলে আনে শংকর চৌহানকে। দমকল কর্মীরা ঘটনা স্থল থেকে শংকর চৌহানকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা দেন ইট ভাট্টার শ্রমিক শংকরকে। জানা যায় মা কামাক্ষা ইট ভাট্টার শ্রমিক শংকর সহ তার ছেলে স্নান করতে পুকুরে যায়। শংকর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নির্বাচনী সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্যের মানুষ এক প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে বলে চলে বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। সোমবার দুপুরে মেলার মাঠ থেকে একটি দলীয় মিছিল সংঘটিত করে রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা এই দিন রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পুলিশকে কঠোর হাতে ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানায়। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে দেখা করে অভিযোগ তুলে ধরতে চাইলে, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের পক্ষ থেকে কোন সময় পায়নি।

পুলিশের মহানির্দেশকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাত আটটার পর সিপিআইএম নেতৃত্বদের সাথে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক দেখা করবেন। পরবর্তী সময়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়ে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে সিপিআইএম। কারণ গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত। পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক চোখে পট্টি, কানে তালা দিয়ে বসে আছেন। তাই উনাকে বলতে এসেছে সিপিআইএম কর্মীরা এবং নেতৃত্বরা, যদি দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাহলে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য। নয়তো দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়ে জটিলতা খোঁজ নিতে অধিকর্তার অফিসে এমডিসি প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তা নিরসনের লক্ষ্যে এমডিসি তথা তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন সোমবার উপজাতি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যের উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ নিয়মিত পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

এনিয়ে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। বিষয়টি এমডিসি তথা তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন এর নজরে আনা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন সোমবার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে বেশ কিছু সংখ্যক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এর অধিকর্তা জানান মোট ২৬০০০ আবেদনপত্র জমা পড়েছিল।এরমধ্যে প্রায় ২০০০ আবেদনপত্রে নানা রকমের ভুল ত্রুটি রয়েছে।

এছাড়া পদ্ধতিগত কারণে অনেকের একাউন্টে সঠিক পরিমাণ টাকা ঢোকেনি। দপ্তর অধিকর্তা জানান এক মাসের মধ্যেই এসব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এছাড়া যে ২০০০ আবেদনপত্রে নানা সমস্যার রয়েছে সেগুলি এক সপ্তাহের মধ্যেই ত্রুটি দূর করে স্কলারশিপের টাকা একাউন্টের মাধ্যমে নিচে দেওয়া হবে।উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমডিসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজদের দমন পীড়ন নীতির সামনে কখনোই নতি স্বীকার করেননি বিরসা মুণ্ডা

উদয়পুরে জনজাতীয় গৌরব দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ নভেম্বর।। ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ভগবান বিরসা মুণ্ডা। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরসা মুণ্ডা। আজ উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্ক'তিতে জনজাতিদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ভগবান বিরসা মুণ্ডার প্রতিক'তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্য সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের জনজাতিদের ভূমিকা চিরমরণীয় হয়ে আছে। ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে দেশপ্রেমকে আত্মস্থ করে ইংরেজদের বিভিন্ন দমন পীড়ন মূলক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ভগবান বিরসা মুণ্ডা। জাতীয়তাবোধ ও জনমত গঠনের মাধ্যম মানুষকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিলো তাঁর। জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি গর্জে উঠেছিলেন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজ শাসিত ভারতে খাদ্যাভাবের সময়ে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের অবদান প্রচারের ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহর উন্নয়নে এডিবির সাথে ৬১ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ভারত সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) উন্নত পরিষেবা প্রদানে এবং আগরতলা শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বসবাসযোগ্যতা, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নতুন উন্নয়নের উন্নতির জন্য ৬১ মিলিয়ন ডলার ঋণ স্বাক্ষর করেছে।

ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রজত কুমার মিশ্র ভারত সরকারের পক্ষে, আগরতলা শহর নগর উন্নয়ন প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং এডিবি-এর ভারতে আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ তাকো কোনিশি স্বাক্ষর করেছেন।

ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর, শ্রী মিশ্র বলেছেন যে প্রকল্পটি শহুরে অবকাঠামো পরিষেবাগুলিকে আপগ্রেড করার জন্য ভারত সরকারের স্মার্ট সিটি মিশনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আরও ভাল রাস্তা সংযোগের ব্যবস্থা, বন্যা প্রতিরোধী ব্যবস্থা এবং পর্যটন স্থান তৈরি করে আগরতলায় বসবাসযোগ্যতা উন্নত করবে এবং আরো আকর্ষণীয় করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে, একটি ভূগর্ভস্থ ইউটিলিটি করিডোরের মাধ্যমে আগরতলায় বাস্তবায়িত স্মার্ট সিটি উপাদানগুলির সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪০ ▫ ১৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২৯ কার্ত্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া গিয়াছে

মানুষের আকুল আবেদন নিবেদনে কাজ হয় না। নির্বাচনে ধাক্কা খাইলে তবেই বদলাইয়া যায় সিদ্ধান্ত। তাহার আগে নয়। আরও একবার তাহার অকাট্য প্রমাণ পেল দেশবাসী। পেট্রোল, ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া। বিগত সাত বছরে কারণে অকারণে শুধু শুল্কই চাপাইয়াছে কয়েক গুণ। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দরের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গতি না রাখিয়াই লকডাউনের মধ্যে জীবন ও জীবিকার সঙ্কটে যখন মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া গিয়াছে তখনও এতটুকু রেহাই মিলেনি। গালভরা শুধু ঋণের প্যাকেজ ছাড়া পাওয়া যায়নি একবিন্দু সরকারি করুণা। ধাপে ধাপে এতটা দাম বাড়াইয়া চাপে পড়িয়াছে। এখন মাত্র পাঁচ-দশ টাকার ছাড় দেওয়ার প্রহসনই বা কেন? দীপাবলির সান্ত্বনা পুরস্কার, না ভোট আসিয়াছে বলিয়া গুড়ের টিনটা নাড়াইয়া দেখা ভনভন শব্দে 'জনগণ মাছি' কতটা ওড়ে! নাকি সম্প্রতি উপনির্বাচনে হিন্দি বলয়ে কার্যত দল ধাক্কা খাইয়াছে বলে মনের ভিতর একটু একটু করিয়া গাইতে শুরু করিয়াছে গেরুয়া সেনাপতিদের। বিশেষ করিয়া হিমাচল ও কর্ণাটকের পরাজয় বড় ধাক্কা দিয়াছে। বিরোধীদের ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ও ছিন্নমূল করা সত্ত্বেও নতুন আবার কোনও বিপদ যাহাতে মাথা না তোলে শান্ত যোগীরাজ্যে, এটাই এখন একমাত্র চিন্তা। কিছুতেই জোট বাঁধিতে চাইতেছে না। বিলিতি সাহেবরা যা করিত সেই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'। জনগণ চুলোয় যাক, ভোট পাটিগণিতই যে সবচেয়ে বড় বালাই মহান গণতন্ত্রে!

জ্বালানির দাম যখন গত কয়েকবছরে প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার জোগাড়, তখন সামান্য পাঁচ টাকা, দশ টাকা ছাড় দিয়া কোন মহান উদ্দেশ্যটা পূরণ হইবে? এ তো মুদিখানার দোকানে তিনশো টাকা দাম বাড়াইয়া দশ টাকা ছাড় দেওয়ার বাণিজ্যিক টোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার এমনটা করিতে পারে। ' ৪০০ টাকার রান্নার গ্যাস কিনিতে হইতেছে দ্বিগুণেরও বেশি দরে। ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্যাসের দামও যে এভাবে বেড়ে ১০০০ টাকা ছাড়াইয়াছে কে জানত! এখন গৃহস্থের রান্নাঘরের আগুন নেভাবে কোন দমকল। অগত্যা পেট্রলের দাম কমাইয়াও আগরতলায় ৯৮ টাকার বেশি। তাহা হইলে সামান্য এই ছাড় দিয়া কোন উদ্দেশ্যটা পূরণ হইল? মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনিবার পক্ষে তো এই পদক্ষেপ মোটেই যথেষ্ট নয়। আর যদি দাম কমানোই হল তাহা হইলে এত বিলম্ব কেন? মরা লোকের মাথার চুল সামান্য কামাইলে কি ওজন কমিবে? এই সরল সোজা প্রশ্নের উত্তর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আশা করা বৃথা। গত এক বছর ধরিয়া চলা কৃষক আন্দোলনে এই সরকার

গত অর্থবর্ষে শুধু পেট্রোলের এক্সাইজ ডিউটি বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। আর এর ধাক্কায় শুধু গত এক বছরে লিটার পিছু পেট্রলের দাম বাড়িয়াছে ৩৩ টাকার আশপাশে। ডিজেলের দামবৃদ্ধির হার আরও চড়া। ডিউটি বাড়িয়িছে প্রায় ৬৯ শতাংশ। দেশের মানুষকে অশেষ কষ্ট আর দুর্ভোগে ফেলিয়া কোষাগার ভর্তি করিবে। ওই যে বললাম সাফল্য মানুষকে বড় বিচ্ছিন্ন, একা করে দেয়। তখন জনগণের আওয়াজ আর অহঙ্কারী শাসকের মরমে পৌঁছয় না।

গোয়ার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় বাবুলকে ব্যঙ্গ অনুপমের, পাল্টা জবাব বাবুলের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি স)। 'গোয়ার মেয়েটা গোয়ার ছেলেটাকে রাজ্যসভায় পাঠাল, অথচ প্রথম একাদশে খেলতে চাওয়া বাংলার ছেলেটাকে মাঠের বাইরে বসিয়ে রাখল! ভারী অন্যায়! তীব্র প্রতিবাদ জানাই!'সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে এই ভাষাতেই খোঁচা দিলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। জবাব দিতে ছাড়েননি বাবুলও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পর বিজেপিতে নিজেকে ব্রাত্য বলতে থাকেন বাবুল। তারপরেই আচমকাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন, তখনই বাবুল জানান, তিনি সেরা একাদশের খেলোয়াড়, রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা পছন্দ নয়, তাই তৃণমূলে এলেন। বিজেপি ছাড়ার সঙ্গেই নিজের সাংসদ পদেও পদত্যাগ করেন বাবুল। কিন্তু তারপর থেকে তৃণমূলের তরফে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয় নি বাবুলকে। এমনকি গোয়ায় সংগঠন দেখার দায়িত্বে থাকলেও গত শনিবার তার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বাবুলকে। সেই জায়গায় মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় মহুয়া মৈত্রকে। আর এই ঘটনায় অনুপম বাবুলের নাম না নিয়েই লিখেছেন ফেসবুকে। অনুপমকে পাল্টা দিয়েছেন আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুপমকে ঠুকে বাবুল লিখেছেন, 'অনুপম অতি সুবোধ বালক, একটি বোকা ছেলে। দু-দুবার বিপুল ভোটে জেতা একজন লোকসভার সাংসদ, লোকসভা থেকে পদত্যাগ করে যে রাজ্যসভায় যাবে না, এটা বোঝার মতো বুদ্ধি যদি অনুপম হাজরার থাকত তাহলে অনুপম হাজরা অনুপম হাজরা হত না। আগের মতো অনুব্রত মণ্ডলবাবুকে প্রণাম করে রাজনীতির সহজপাঠ নেওয়া উচিত ওঁর।' বাবুল আগেই জানিয়েছিলেন বিজেপি ছাড়ার জন্য একাধিক কটাক্ষ ধেয়ে আসবে তাঁর দিকে। তিনি সবটাই গ্রহণ করবেন ও জবাব দেবেন। সেই মতোই অনুপমের খোঁচার জবাব দিয়েছেন বাবুল।

বিদ্যালয় মুখর হতে চলেছে ছাত্র ছাত্রীরা, স্বাস্থ্য বিধিতে বিশেষ নজর

বোলপুর, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৬ নভেম্বর থেকেই খুলছে সমস্ত স্কুল-কলেজ তার আগেই সোমবার থেকে বোলপুর হাই স্কুল শুরু হয়েছে স্কুল খোলার প্রস্তুতি।এদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে স্কুল পরিষ্কার করার কাজ , প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে পাশাপাশি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী স্কুল পরিষ্কার হয়ে কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস পরিষ্কার করা হয়েছে স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত রকম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্যানিটাইজার মাস্ক নির্দিষ্ট দূরত্বে মেনে কাল থেকে শুরু হবে ক্লাস। প্রতিটি ছাত্রকে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।তবে শুধুমাত্র নবম থেকে দাদ্বাশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের ক্লাস চালু হচ্ছে। এছাড়া রীতিমতা বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ ও জেলা উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আধীকারীক বোলপুর পুরসভার বিভন্ন স্কুল প্রাঙ্গন ঘুরে দেখেন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮২ জন

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.): সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ৮০০-র নিচে নামল আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮২ জন। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত৭৮২ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,০৪,৯৭৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৩১৯। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭৯২। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৭৭,৬০৯।

শতবর্ষে নব্য যাত্রাপথের অনুসন্ধান করুক শ্রমিক সংগঠনগুলো

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

বিগত মাস আষ্টেক সময়ে আমরা যেভাবে শ্রমিকের কান্না, মৃত্যু আর যন্ত্রণা দেখেছি তা বোধহয় একশো বছরের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ সময়ের হিসেবে ধরলে আজ থেকে শতবর্ষ আগেই শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থাৎ এআইটিউসি'র জন্ম হয় ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর। তবে ইতিহাসের বিচারে সময়টা ছিল কিছুটা আলাদা। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতের সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নিচে নেমে গিয়েছিল। ভারতে বিংশ শতকের গোড়ার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলনে শামিল হন এবং রেল, কলকারখানায় ধর্মঘট করেন। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই জাগরণ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রেক্ষিত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তারপরে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির জাগরণ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় কবি নির্মলেন্দু গুণের পংক্তিসমূহ যাতে কবি বলেছেন---''যুদ্ধ মানে শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা''। এই কবিতার তাৎপর্য গভীর। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বা মালিক শ্রেণির এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা মাথা ঘামায় একটি মাত্র বিষয়ে— তাদের একমাত্র লক্ষ্য পুঁজির আগ্রাসন---মুনাফা। তারজন্য মানুষ খুন করা, মানুষ উৎখাত করা, জোর -জলুম-সন্ত্রাস-যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া —এককথায় এমন কোনো গর্হিত কাজ নেই যা তারা পারে না। কোনো উপনিবেশ কার অধীনে থাকবে তা নিয়ে যখন আপসে কোনো মীমাংসা হল না, তার ফয়সালার জন্য মানবজাতির উপর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। তার আমরা সবাই জানি। এই সময়ে আমাদের দেশে ব্রিটিশের শোষণের ভয়াবহ চিত্র নগ্ন হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার শ্রমজীবী জনগণের ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দিল। ভোগ্যপণ্য, বিশেষ করে নুনের ওফর করবৃদ্ধি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির চরম দুর্দশা সৃষ্টি করল। সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটল বহুল পরিমাণে। ব্যাপক হারে নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে মারাত্মক করে তুলল সরকার। ফল হল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। কলকাতায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল শতকরা ১০০ ভাগ। ভারতের অন্যান্য জায়গায় একইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল। যুদ্ধকালীন সময়ে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছিল। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শুধুমাত্র বস্ত্রকল মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৩৬৫ ভাগ। অন্যদিকে মালিকশ্রেণি ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে ফেলে দিয়েছিল। এছাড়া শ্রমিকদের বেশি পরিশ্রম করতে বাধ্য করে তাদের শোষণকে আরো তীব্র করা হয়েচিল। ১৯১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী রূপে দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের চরম উদাসীনতার ফলে আমাদের দেশের ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ এই মহামারীর কবলে পড়েন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল চরম দারিদ্র্য ও খিদের জ্বালা । ফলে এক বছরের মধ্যে ভারত ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটল। এই সংখ্যা হল সরকারি তথ্য অনুযায়ী। বেসরকারি মতে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি। এ যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে গণবিক্ষোভ, শ্রমিক আন্দোলনকে টেকিয়ে রাখতে পারেনি।

এখানে এটা বলার বিষয় যে, এই গণবিক্ষোভ ও শ্রমিক আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এই সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্রিয়ার একটি অংশ এবং তা চিল অভিন্ন। দুভাবে এই বিপ্লবী আন্দোলন পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল। একটি ছিল পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তিও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম এবং অপরটি ছিল নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যা ভারত সংগঠিত হচ্ছিল। ১৯১৭ সালে লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীব্যাপী এই বিপ্লবী প্রবাহে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করল এই বিপ্লব। প্রমাণিত হল পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ শেষ কথা বলে না। বরং পুঁজিবাদের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। প্রমাণিত হল বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির কোনো দোদুল্যমানতা নেই। নেই কোনো পিছুটান বা আপসমুখী মনোভাব প্রমাণিত হল শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রী এবং মার্কসবাদের মতো বিপ্লবী তত্ত্বই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই বিপ্লবের প্রভাব কেবল রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বিস্তৃত হয়েছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এমনকী আমাদের ভারতবর্ষেও।

কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা যখন এক নব্য শ্রেণির শ্রমিকদের দেখতে পাই তখন যে প্রশ্নটা সার্বিকভাবে ওঠে তা এড়াতে পারা যায় কই? কোবিড-১৯ এবং নতা প্রতিরোধের জন্য লকডাউনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের যে নগ্ন রূপ আমরা দেখতে পেলাম সেখানে আবার করেই লেনিনের ফিনান্স পুঁজিভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বই আরো একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং সর্বোপকি দেশজ সমাবিজ্ঞানের দিকে যদি ফিরে তাকাই সেখানেও আবার করেই কি পুঁজিবাদের কস্কালের উল্লাস আরো একবার দেখতে পেলাম। রাষ্ট্রে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে দু'বেলা দু'মুঠো আহারে জোটানোর তাগিদে ঘর বাড়ি গ্রাম চেনা মানুষজনকে ছেড়ে ভিনরাজ্যের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হওয়া শ্রমজীবী মানুষের স্রোতাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আর রইল না কোথাওই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে ফিরে তাকালেও আমরা একই ছবি দেখতে পাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি বা হসপিটালিটির কাজগুলিতে কম মজুরিতে বহিরাগত বা 'অতিথি' কর্মী নিয়োগের যে ব্যবস্থা চলেছে তা যখন দেখি তখন পুঁজিবাদের একটা ভয়ঙ্কর নগ্ন রূপ দেখতে পাই। দেখতে পাই এই ব্যবস্থায় কর্পোএরট সংস্থাগুলিরই লাভ, যে সব দেশ থেকে এই কর্মীরা আসেন এবং যে দেশে তাঁরা নিযুক্ত হন, উভয় দেশেরই কর্মীকুলের ক্ষতি। এর মধ্যে চোরা শ্রমিক জাতীয়তাবাদের সুর খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভারত বা চিনের পেশাদার অতিথি কর্মীদের সঙ্গে বাকিদের তফাত করতে চাই। এসব পেশাদাররা কাজের শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সাধারণত এঁরা মাইক্রোসফট, গুগল জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের উচ্চ পেশার কাছ ছাড়াও কিছু দলে দলে প্রধানত কায়িক শ্রমের (যেমন কৃষি শ্রমিকের বা শহরে সাফাইয়ের কাজ) সঙ্গে যুক্ত অনিশ্চিত ক্ষেত্রে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের কথা একটু ভাবা যাক। কাজ পাওয়ার জন্য বহু ডলার গচ্চা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর প্রবল অসাম্য, অন্যায্যতার অনেক সময় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েও এঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্গতি নেই। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার নানা দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা বা পশ্চিম আফ্রিকার নানা দেশ থেকে সুখী জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকায় এসে এঁরা রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকে ঘণ্টায় তিন ডলার পারিশ্রমিকে (যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম) কাজ করছেন, মজুরি না পেয়ে প্রতিবাদ করলে জুটছে মারধর বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি। যা চলছে, তাকে অনেকেই 'আইনসিদ্ধ দাসপ্রথা' বলেছেন। উল্টোদিকে, তথ্যপ্রযুক্তিতে অতিথিদের মজুরি অনেক বেশি মনে হলেও, তা একই কাজে যুক্ত মার্কিন নাগরিকদের মজুরির চেয়ে অনেক কম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, হতভাগ্য অতিথি-শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে, আশাহত অনেকের মুখেই দেশে ফিরে যাওয়ার আর্তি শুনে উপলব্ধি করা যায়, এই অসম্মানের জীবন কাটানোর চেয়ে দেশে থেকে যাওয়া অনেক ভালো, যদি না আমরা এই বব্যস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারি। আর উচ্চ বেতনের কর্মীদের (বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তির পেশাদার, নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ার, বা ডাক্তারদের) অতিথি হিসেবে ইউএসএ আসার মধ্যে কি 'মেধা নিষ্কাশন' -এর কাহিনি তার যন্ত্রাণা তো আরো গভীর। বেঙ্গলুরু, হায়দ্রাবাদ বা মুম্বাইয়ে বহুবার এসে মনে হয়েছে, এই মানবসম্পদ দেশে থাকলে এ দেশ আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। এখানে শ্রমিক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন নেই। শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নতুন সর্বহারাদের প্রসঙ্গে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিকদের বহির্গমনের প্রসঙ্গ এসে যায়াই। এই সবই মর্মান্তিক রূপ দেখিয়ে দিল কোভিড-১৯। তাই আসুন, শ্রমিক আন্দোলনের শতবর্ষে এসে আমরা আরো একবার কান পেতে শুনি সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের কান্না। চলতে শুরু করি নতুন পথে যে পথ সাম্যের স্বপ্ন দেখায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক আকাশের নিচে

জয়ন্তী চৌধুরী

গত কয়েক বছর ধরে লস অ্যাঞ্জেলস শহরকে ঘিরেই আমার জীবন, জীবিকা। প্রাক অতিমারী কালে, প্রতিদিন ইউনিভার্সিটি থেকে এই শহরের খুব চেনা পথ ধরেই যানজট কাটাতে কাটাতে বাড়ি ফিরতাম। হঠাৎ একদিন যানজটে আটকা পড়া অবস্থায় চোখে পড়েছিল পথের বাঁকে এক গৃহহীনের খড়কুটোময় সংসার। সেদিন, একটু অবাকই হয়েছিলাম। সেই শুরু তারপর প্রায় প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে একটু একটু করে গৃহহীন সংসাসের খুঁটিনাটি নজরে পড়ত। এরপর, হঠাৎ করোনা ঝড় আমাদের সবার স্বাভাবিক জীবন তছনছ করে দিল। সেই গৃহহীন অনামী প্রতিবেশীর কুশল সংবাদের প্রশ্নটি মাঝে মধ্যেই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে যেত। মনে হত, করোনা কালে কেমন আছেন অন্যান্য গৃহহীন মানুষ?

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে গৃহহীনদের সংখ্যা অসংখ্য। পরিসংখ্যান মতে, ইদানীং এই সংখ্যা প্রায় ১২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের পথে ঘাটেও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গৃহহীন শিবিরের সংখ্যা। এই দু'দিনে, করোনার আক্রমণ শহরের গৃহহীন মসাজকে চূড়ান্ত অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।

আমেরিকার মোট গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৫ লক্ষের বেশি। আর শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই এই সংখ্যা দেড় লাখ চাপিয়ে গিয়েছে। যদিও আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১৬৭ শতাংশ গৃহহীন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমেরিকার বৃহত্তম শহরগুলিতে ঘরহীনদের সংখ্যা বেশি। আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয়, বিশ্ববিখ্যাত, নিউইয়র্ক শহরে গৃহহীনদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গৃহহীনতার সংখ্যার হিসাবে লস আঞ্জেলস গৃহহীন পরিষেবা-র মতে, ২০২০ সালে এই সংখ্যাটি লাফিয়ে হয়েছে ৬৬,৪৩৬। রূঢ় বৈপরীত্যে ভরা এই পৃথিবী, এই শহর। তাই অকাশছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে ঠাসা এই শহরের বাণিজ্য কেন্দ্রস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে গৃহহীনদের জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণের সংখ্যার নিরিখে আমেরিকা শীর্ষে। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি, আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল কাউন্টি, জনবৈচিত্রও অনেক এখানে। হয়তো সেই কারণেই লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টিতে এই মারণ ভাইরাসের অবাধ আনাগোনা, আক্রান্তর সংখ্যাও। তুলনামূলকভাবে বেশি। ঝাঁ চকচকে এই শহরে ঘরহীনদের সংখ্যাও হাজার হাজার।

এই ছিন্নমূল মানুষরা 'গৃহহীন', কারণ তাঁদের না আছে কোনও কর্মসংস্থান, না আছে বাড়িভাড়া দেওয়ার মতো আর্থিক সংগতি। গৃহহীনতা সমস্যার গভীরে আছে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘবিরতি, পূর্ব অপরাধমূলক রেকর্ড, গার্হস্থ্য হিংস্রতা, মাদকাসক্তি, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা আর জীবনের দুর্বিপাক। যা দিন আনি দিন খাই মানুষের গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। করোনার দাপটও বেকার সমস্যা শহরের ঘরহীন মানুষদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছেথ। ফলে মানুষ হয়েও অপ্রয়োজনীয় আবর্জনার মতো রাস্তার আনাচকানাচে, শহরের হাইওয়ের ধারে, ব্রিজের নিচে, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।

ঘরহীন মানুষজন অনেকে মিলে একটা ঘিঞ্জি তাঁবুতে থাকেন বলে এই মারণ ভাইরাস একজন গৃহহীন মানুষের থেকে খুব দ্রুশ শত সহস্র গৃহবীনকে করোনার আক্রান্ত করে ফেলতে পারে, যা গোষ্ঠী সংক্রমণে পরিণত হয়ে ওঠে অচিরেই। এই অসময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক জীবিকা হারাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ মার্কিনি এখন কর্মহীন। স্বাভাবিক জীবনযাপন ক্রমাগত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়া করোনা কালে বৃহত্তর আমেরিকাতে গত সাত মাসের উপর ওয়ার্ক হোম এ আমরা অনেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। সেখানে এই ঘরহীন মানুষজন খোলা আকাশের নিচেই যাঁদের ঘর, তাঁরা কোথায় থাকবেন? কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

ক্যালিফোনিয়ার সরকার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা নিয়েছেন গৃহহীন মানুষেদের অতিমারীর হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নেউসম গৃহহীনদের অস্থায়ী বাসস্থানের জন্য জরুরি তহবিলের ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন ট্রেলার, হোটেল ও মোটেলের ঘরগুলো গৃহহীনদের ভাড়া দেওয়ার জন্য বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল ও মোটেল মালিকদের এই ঘরগুলোয় গৃহহীনদের থাকতে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র এরিক গারসেটি ও গৃহহীনদের জন্য এমার্জেন্সি শেন্টার-এর ব্যবস্থা করেছেন। বেশকিছু ঘরহীনকে রাস্তা থেকে শহরের হোটেল ও মোটেলের ঘরে পুনর্বাসন করেছেন। এছাড়াও ঘরহীন মানুষদের জন্য আছে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা। পরিস্থিতি লাগমে আনতে অনেক স্বেচ্ছাবেসী সংস্থাও এই ছিন্নমূল মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও অতিমারীর সময়ে যখন পুরো লস অ্যাঞ্জেলস শহর প্রায় জনহীন, শুনশান---শহরের পুটপাথে বা পার্কে, এমনকী কিছু সমুদ্রসৈকতেও ছত্রাকের মতো গৃহীহন শিবির গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। করোনা আবহে অনেক গৃহহীন মানুষ শহরের রাস্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ও লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের মেয়ের আরও কঠিন কিছু পদক্ষেপ করেছিলেন। সমস্ত সরকারি পার্ক, সমুদ্রসৈকত, হাঁটার জায়গা কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে গৃহহীনরা পড়েছিলেন আরও বিপদে। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ এমনিতেই কঠিন, এখন কঠিনতর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন এই চালচুলোহীন মানুষগুলো। তাঁরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখবেন কী করে। জলের কল কোথায় পাবেন? হাত ধোবেন, কোথায়? লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর প্রতিবেদনের গৃহহীন মানুষরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক দিন স্নান করতে পারছেন না, কারণ কাছের পেট্রোল পাম্পের বাথরুম বা পাবলিক বাথরুম আর ব্যবহার করতে পারছেন না। সরকার থেকে বেশ কিছু হাত -ধোঁয়া আর স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হলেও সেগুলিতে জলের অভাব দেখা যাচ্ছে। যেহেতু গৃহহীনদের কোনও স্বাস্থ্যবিমা নেই, সরকার থেকে এই দুঃস্থতম মানুষদের জন্য তাই আছে বিশেষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে, গৃহহীন দিনযাপনে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা একদিক দিয়ে সহজ। কেননা স্বাস্থ্য অধিকদফরের সুপারিশের আগে থেকেই আমরা আপামর জনতা নিয়ম করে গৃহহীনদের স্পর্শ এড়িয়েই চলি। যা ছন্নছাড়া মানুষদের সামাজিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সহায্য করেছে। এই জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সময় সরকারি প্রচেষ্টায় ও যথাযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে গৃহহীন মানুষদের গোষ্ঠী সংক্রমণ অনেকটাই আটকানো গিয়েছে। গৃহহীন সমাজের ঠিক উলটো পিঠেই আছে বিত্তবান আমেরিকার ছবি। পৃথিবীর ধনীতম মানুষদের মধ্যে শীর্ষে আছেন আমাজনের কর্ণধার জেফ বেজোস। তাঁর সম্মিলিত সম্পদ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বা ২০,০০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। প্রতি বছর ফোর্বস-এর দেওয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুলের তালিকাতে বেশ কিছু ধনী আমেরিকার তাঁদের জায়গা পাকা করে রেখেছেন। অতিমারীর সময়েও আমেরিকার ধনীতম মানুষদের সম্পত্তি আরও ফুলে ফেঁপে উছেছে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি কার্যালয়ে বিরসা মুন্ডার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। ছবি ঃ নিজস্ব

অধ্যাপক নিয়োগে প্রার্থীদের নম্বর প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : ২০১৮ সালের কলেজ সার্ভিস কমিশনের অধ্যাপক নিয়োগে মেধা তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের বিভাজন-সহ নম্বর প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগের দাবিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিলেন প্রার্থীরা। সেই মামলাতেই হাইকোর্টের এই নির্দেশ। হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মামলাকারী বিনয়কৃষ্ণ পাল। তাঁর তরফে আইনজীবী কাজল রায় জানান, 'সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই রায় আগামী দিনে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগকে প্রাধান্য দেবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী রায় হিসাবে থেকে যাবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভূগোল এবং বাংলা বিষয়ে মেধা তালিকাভুক্ত সকল প্রার্থীর বিভাজন সহ নম্বর প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গেল বেঞ্চ। সেই অর্ডার চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের সুব্রত তালুকদার এবং কেসাং ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে রাজ্য সরকার ও কলেজ সার্ভিস কমিশন।

এদিন ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি অমৃতা সিনহার রায় বহাল রেখে রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ বহাল রেখে ভারতের সংবিধান প্রযুক্ত তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০5 মোতাবেক স্বচ্ছতা দুর্নীতিমুক্ত নিয়ম এবং সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগে তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছেন বলে এদিন মামলাকারীর তরফে দাবি করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের পরে কলেজ সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ স্বচ্ছতার দিকে আরও এক কদম এগিয়ে গেল। মামলাকারীদের পক্ষ থেকে বিনয়কৃষ্ণ পালের বক্তব্য, 'কলেজ সার্ভিস এর নিয়োগে এই রায়ের মাধ্যমে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ সম্ভবপর হবে ও সারা দেশে যোগ্যদের মেধাবীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এক ল্যান্ডমার্ক হিসেবে গণ্য হবে।'

বিজেপি-আরএসএস নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের বাড়ি ভাঙচুর

নৈনিতাল, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : বিজেপি-আরএসএস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সলমন খুরশিদের নৈনিতালের বাড়ি ভাঙচুর। সলমনের বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ডিজিআই (কুমায়ুন) নীলেশ আনন্দ জানিয়েছেন, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টুইটে এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর। তিনি লিখেছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত অসম্মানজনক। সলমন খুরশিদ এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে গর্বিত করেছেন। তিনি সর্বদা মধ্যপন্থী এবং যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার বিষয়টিকে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদেরও নিন্দা করা উচিত।

গত বুধবার সলমন খুরশিদের 'সানরাইজ ওভার অযোধ্যা: নেশনহুড ইন আওয়ার টাইমস' লেখা বইটি প্রকাশিত হয়। সেই বই প্রকাশের পর থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। বিজেপি-সহ হিন্দুত্ববাদী দল ও নেতাদের অভিযোগ, সলমন খুরশিদ তাঁর বইতে সনাতন ধর্মের সঙ্গে ইসলামিক জেহাদি গোষ্ঠী যেমন আইএসআইএস এবং বোকো হারামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে সিং জানিয়েছেন, একটা ধর্মকে এভাবে বদনাম করা লজ্জাজনক।

হাইকোর্টে নন্দীগ্রাম মামলা পিছোতে আবেদন শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : হাইকোর্টে নন্দীগ্রাম মামলা পিছোতে আবেদন করলেন শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের কাছে আরও সময় চেয়ে আবেদন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দু অধিকারী তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা বিচারাধীন। সেখানে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পিছনো হোক হাইকোর্টের শুনানি। নন্দীগ্রাম মামলা সুপ্রিম কোর্টে বা দেশের অন্য কোনও কোর্টে স্থানান্তর করতে চেয়ে আগেই সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের জয়ী বিধায়কের কলকাতা হাইকোর্টে করা এদিনের আবেদনে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা বা তাঁর কোনও অংশ বিচারাধীন, তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেন কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল হওয়া নন্দীগ্রাম মামলা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না গ্রহণ করা হয়।

সেই দাবি রেখেই মামলা পিছোনোর আবেদন বিরোধী দলনেতার। শুভেন্দু অধিকারীর যে আবেদন নিয়ে তাঁর বিরোধীপক্ষ তথা রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে কী বক্তব্য তা অবশ্য প্রকাশ্যে আসেনি। হাইকোর্টে আবেদনের শুনানির মাঝে তারা কী জানায়, বা গোটা বিষয়ে হাইকোর্টই বা কী পর্যবেক্ষণ জানায়, আপাতত তা জানতেই অপেক্ষায় সব পক্ষ।

নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে গণনায় কারচুপি সহ একাধিক অভিযোগে গত ১৭ জুন হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর নন্দীগ্রাম মামলা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিচারপতি কৌশিক চন্দের কাছে আবেদন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে জল অনেকদূর গড়ায়। শেষপর্যন্ত যে মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরিমানা করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। কলকাতা হাইকোর্টে নন্দীগ্রাম মামলা চলার মাঝেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে মামলাটি স্থানান্তর করতে চেয়ে আবেদন করেন শুভেন্দু অধিকারী। আবেদন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর বিরোধীপক্ষের কী মতামত বা কলকাতা হাইকোর্টের কী বক্তব্য বা পর্যবেক্ষণ তা জানা যাবে আজই। আজ দুপুরে এই মামলার শুনানি রয়েছে বিচারপতি শম্পা সরকারের এজলাসে।

গান্ধীজীর মুসলিমপ্রীতির সমালোচনায় তথাগত রায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : "গান্ধীজির যত অহিংসার বাণী ছিল শুধু হিন্দুদের জন্য। মালাবারের (১৯২১) বা নোয়াখালির (১৯৪৬) হিন্দু গণহত্যার ব্যাপারেও তিনি মুসলমানদের নিন্দা করতে অস্বীকার করেছিলেন।" সোমবার টুইটারে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, "শিয়ালদার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক আমরা সবাই চিনি। কিন্তু যে মহাপুরুষের নাম এই পার্কের নামকরণ হয়েছিল তাঁর কথা ক'জন জানি? স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আর্য সমাজের পুরোধা, 'শুদ্ধি' আন্দোলনের স্রষ্টা, যার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনবার এক প্রথা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। এই ভাবে উত্তরপ্রদেশের মালকান রাজপুত সম্প্রদায়ের ১,৬৩,০০০ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তিনি হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সত্তর বছর বয়সে যখন তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন আবদুল রশিদ নামক এক আততায়ী তাকে গুলি করে হত্যা করে। আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজি এই রশিদকে 'আমার প্রিয় ভাই' বলে সম্বোধন করতেন এবং তার এই কুকীর্তির নিন্দা করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু একই সময় যখন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা এক ইংরেজ রাজপুরুষকে গুলি করে মারেন তখন তাঁর সপক্ষে গান্ধীজি একটি কথাও বলেন নি।" প্রসঙ্গত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ — ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬), একমাত্র হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি জাতীয় সংহতি এবং বৈদিক ধর্মের জন্য প্রধান জামে মসজিদের মিনার থেকে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন, বেদমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি হিন্দী এবং উর্দু উভয় ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লিখেছেন। তিনি দুটি ভাষায় সংবাদপত্রও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি প্রচার করেন, দরিদ্রদের সাহায্য এবং নারী শিক্ষার উন্নতি করেন। ১৯২৩ সালের মধ্যে, তিনি সামাজিক অঙ্গন ত্যাগ করেন এবং পূর্ববর্তী শুদ্ধি আন্দোলনের (হিন্দু ধর্মে পুনরায় ধর্মান্তরন) কাজে নিবিষ্ট হন, যার কারণে তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হন। ১৯২২ সালে, ড় আম্বেদকর শ্রদ্ধানন্দকে 'অস্পৃশ্যদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আন্তরিক বীরপুরুষ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১০৮ বছরের প্রতীক্ষা শেষ, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা মা অন্নপূর্ণার মূর্তি

বারাণসী, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ১০৮ বছরের প্রতীক্ষা শেষ। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল মা অন্নপূর্ণার বিরল মূর্তি। সোমবার সকালে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজার্চনার পর মা অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রায় ১০৮ বছর আগে চুরি করা হয়েছিল মা অন্নপূর্ণার বিরল এই মূর্তি। সম্প্রতি সেই মূর্তি কানাডা থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে মা অন্নপূর্ণার এই মূর্তির পূজার্চনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। পূজার্চনা করার পর সেই মূর্তি উত্তর প্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তারপর বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দেয় মা অন্নপূর্ণার মূর্তি।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বারাণসী নিয়ে আসা হয় মা অন্নপূর্ণার মূর্তি। অবশেষে সোমবার মা অন্নপূর্ণার বিরল ও দুর্লভ মূর্তি ফের কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল। এদিন মা অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, '১০৮ বছর পর ফের একবার কাশীতে ফিরে এল মা অন্নপূর্ণার মূর্তি। এর কৃতিত্ব কাশীর সাংসদ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কাশী এবং রাজ্যের সকলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।'

১৯১৩ সালে ভারত থেকে চুরি করা হয়েছিল মা অন্নপূর্ণার এই বিরল মূর্তি, ১০৮ বছর আগে কাশী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কানাডায়। কানাডা সরকার মা অন্নপূর্ণার সেই বিরল মূর্তি ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। রবিবার কাশী পৌঁছয় মা অন্নপূর্ণার এই মূর্তি, যা কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয় সোমবার। রীতিনীতির সঙ্গে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সাহিত্য জগতে অপূরণীয় ক্ষতি, প্রয়াত বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বাবাসাহেব পুরণ্ডারে

পুণে, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, লেখক এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত বলবন্ত মোরেশ্বর পুরণ্ডারে, যিনি বাবাসাহেব পুরণ্ডারে নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বাবাসাহেবের প্রয়াণে সাহিত্য জগতে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ মহারাষ্ট্রের পুণের দীনানাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ৯৯ বছর বয়সী বাবাসাহেব পুরণ্ডারে কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, তিন-দিন আগেই তাঁকে ভর্তি করা হয় দীনানাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে, নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চলছিল তাঁর। হাসপাতাল সূত্রের খবর, রবিবার বাবাসাহেবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। রবিবারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার আর উন্নতি হয়নি। সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ পরলোক গমন করেছেন তিনি। ১৯২২ সালের ২৯ জুলাই জন্ম বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, লেখক এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত বলবন্ত মোরেশ্বর পুরণ্ডারের। ২০১৯ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে মহারাষ্ট্র ভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে। ইতিহাসবিদ বাবাসাহেব পুরণ্ডারের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোক-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমি ব্যথিত। বাবাসাহেব পুরণ্ডারের প্রয়াণে বিশ্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি জগতে শুন্যতার সৃষ্টি হল। এই দুঃখের সময় তাঁর পরিবার ও অগণিত অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুনা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বাবাসাহেবের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

উজ্জ্বল সংঘের কমিটি গঠন

আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। নাগীছড়া এলাকার অন্যতম এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী উজ্জ্বল সংঘের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে আজ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বক্তারা আগামীদিনে এই ক্লাবকে কিভাবে আরও বিকশিত করা যায় তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই ক্লাবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা এই এলাকার সমস্ত অংশের জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে বিসেষ গুরুত্বারোপ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে সাত সদস্যক বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি এবং পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ক্লাবের পদাধিকারীদের মনোনীত করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে অনীল দেববর্মা ও উৎপল রায়কে মনোনীত করা হয়। পাঁচজন সদস্যের মধ্যে মনোরঞ্জন দেববর্মা, বাদল দেববর্মা, বুধরাই দেববর্মা, অনুকূল দেববর্মা এবং সুনীল দাস রয়েছেন। পাঁচজন ক্লাব কর্মকর্তার মধ্যে সভাপতি হিসেবে রমনী দেববর্মা এবং সম্পাদক হিসেবে প্রবীর দেববর্মাকে মনোনীত করা হয়। সহ-সভাপতি, সহ-সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তপন দেববর্মা, হিরন দেববর্মা ও নিখিল দেববর্মাকে মনোনীত করা হয়।

খড়বিচালি পোড়ানো অন্যতম কারণ নয়, দিল্লিতে দূষণ রুখতে তিনটি প্রস্তাব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ রুখতে তিনটি প্রস্তাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হল, দিল্লি ও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বায়ুদূষণের জন্য খড়বিচালি পোড়ানোই অন্যতম কারণ নয়। বায়ুদূষণ রুখতে সোমবার শীর্ষ আদালতে যে তিনটি প্রস্তাব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল-দিল্লিতে জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা, দিল্লিতে ট্রাক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং লকডাউন।

গত কয়েকদিনের মতো সোমবারও দিল্লির বাতাস ছিল ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা। দিল্লির বায়ু মান সূচক অর্থাৎ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৪২। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, সোমবার ঘন ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায় গাজিয়াবাদ, গ্রেটার নয়ডা, গুরুগ্রাম এবং নয়ডা। ৯.০৫ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে ৩২৮, ৩৪০, ৩২৬ এবং ৩২৮। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম।

বায়ুদূষণ রুখতে লকডাউনেও প্রস্তুত, সুপ্রিম কোর্টে জানাল দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের ফিরতে পারে লকডাউনের স্মৃতি। এবার করোনা নয়, লকডাউন লাগু হতে পারে বায়ুদূষণের জন্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দিল্লির সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে বায়ুদূষণ ঠেকাতে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু করতেও প্রস্তুত রয়েছে সরকার। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতীয় রাজধানী ক্ষেত্র (এনসিআর) এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও লকডাউন লাগু হলে তা অর্থবহ হবে।

দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা কমাতে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপর সোমবার হলফনামা দিয়ে দিল্লি সরকার জানিয়েছে, বায়ুদূষণ ঠেকাতে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু করতে প্রস্তুত রয়েছেন তাঁরা। হলফনামায় আরও জানানো হয়েছে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এনসিআর ও প্রতিবেশী রাজ্যে এমন পদক্ষেপ করতে বলা হয়, তাহলে দিল্লি সরকারও কড়া পদক্ষেপ করতে রাজি রয়েছে।

দীপাবলির পর থেকে অদ্ভুত দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। গত সপ্তাহেই দিল্লিতে বায়ুদূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। দূষণ ঠেকাতে লকডাউনেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর সোমবার দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে জানিয়ে দেওয়া হল, দিল্লিতে বায়ুদূষণ ঠেকাতে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু করতে প্রস্তুত রয়েছে সরকার।

লিভারপুলে হাসপাতালের বাইরে গাড়ি বিস্ফোরণে গ্রেফতার সন্দেহভাজন ৩ ব্যক্তি

লন্ডন, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ইংল্যান্ডের লিভারপুলের ওমেন্স হাসপাতালের বাইরে গাড়ি বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় সন্দেহভাজন ৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশটির সন্ত্রাসবাদ আইনে তাদের গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে ওমেন্স হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে নিয়ে রওনা করার পরপরই ট্যাক্সিটি বিস্ফোরিত হয়। এতে গাড়িতে থাকা যাত্রী নিহত হন এবং চালক আহত হয়েছেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দেশটির গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শহরের কেনসিংটন এলাকায় ২৯, ২৬ ও ২১ বছর বয়সী তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে জানতে তারা এখন চোখ কান খোলা রেখেছে এবং তারা মার্সিসাইড পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে। এ ব্যাপারে তদন্ত তার নিজস্ব গতিতে চলছে। নিরাপত্তা বাহিনী, এমআইফাইভ এক্ষেত্রে সব ধরণের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

সশস্ত্র কর্মকর্তারা সেফটন পার্কের কাছে রাটল্যান্ড অ্যাভিনিউ এবং কেনসিংটনের বোলার স্ট্রিটে অভিযান চালিয়েছে।বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা সেফটন পার্কের কাছে রাটল্যান্ড অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থান করছে। এই অভিযানের সঙ্গে বিস্ফোরণের যোগসূত্র আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে এই হামলার ঘটনায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, লিভারপুলের ভয়াবহ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। পাশাপাশি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয়া জন্য জরুরি পরিষেবাগুলোকে এবং পুলিশকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসচিব অবসর নেওয়ার পরেও তাঁকে কাজে লাগানো হচ্ছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্য সরকারকে ফের দুষলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বললেন, পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসচিব অবসর নেওয়ার পরেও আবার তাঁকে কাজে লাগানো হচ্ছে। সোমবার সকালে ইকোপার্ক এলাকায় প্রাতঃভ্রমণের সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। সিবিআই, ইডি-র আধিকারিকদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও মেয়াদকাল বাড়ানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ""সুযোগ্য অফিসারদের সময়কাল বাড়িয়ে যদি তাঁদের সেবা নেওয়া যায়, তাতে দোষের কী আছে। পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে। মুখ্যসচিব অবসর নেওয়ার পরেও আবার তাঁকে কাজে লাগানো হচ্ছে।'

দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, 'সমস্ত ডিপার্টমেন্টে অবসরপ্রাপ্ত লোকেদেরই ভিড়। নতুন চাকরি পাচ্ছে না। যারা সমালোচনা করেন তারাই তো এগুলো শুরু করেছেন। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার ছিল যখন তারাও করেছে। আমরা জানি সব জায়গায় এমনিতে অফিসার-কর্মী কম আছে। অভিজ্ঞ লোক কম আছে যারা অভিজ্ঞ তাঁদের সেবা যদি সরকার নেয়। আমার মনে হয় এটা ভালোই হয়েছে। দলকে অনেকে ড্যামেজ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এভাবে দলের ক্ষতি করা যাবে না।"

আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় নজর কাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়ন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় নজর কাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়ন। রাজধানী ঝাঁচকচকে বিল্ডিংয়ের উপরের তলায় প্যাভিলিয়নের তিনদিক জুড়ে হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি প্রবেশ গেট, ভিতরে বাঁকুড়ার ঢোকরার সাঁওতাল দম্পতির সঙ্গেই প্যাভিলিয়নের ভিতরে বিশ্ব বাংলা গেট ও রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প 'দুয়ারে সরকারের' লোগো সব মিলিয়ে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের মেলবন্ধনের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে এবারের মেলা। শিল্পমেলা চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। আগামী রবিবার ২১ নভেম্বর পালিত হবে 'রাজ্য দিবস"। সেদিন বাংলার জনপ্রিয় ব্যান্ডের গান এবং বাউল গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের মেলার মূল থিম কেন্দ্র সরকারের ঠিক করে দেওয়া 'আত্মনির্ভর ভারত— 'সেলফ রিলায়েন্ট ইন্ডিয়া"।

বড় সাফল্য গুজরাট এটিএস-এর, ১২০ কেজি হেরোইন-সহ ধৃত ৩

আহমেদাবাদ, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): বড়সড় সাফল্য পেল গুজরাটের সন্ত্রাস-বিরোধী স্কোয়াড। ১২০ কিলোগ্রাম হেরোইন-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে এটিএস। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজারমূল্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। সোমবার সকালে গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি প্রথমে এই খবরটি জানান। পরে ডিজিপি আশিষ ভাটিয়া জানিয়েছেন, '১২০ কিলোগ্রাম হেরোইন-সহ ৩ জনকে পাকড়াও করেছে এটিএস। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পাকিস্তানি নৌকা থেকে সংগ্রহ করার পর সমুদ্রপথে নিয়ে আসা হয়েছিল বিপুল হেরোইন।'

গুজরাট এটিএস সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে রাজ্যের মোরবি জেলার জিনজুড়া গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২০ কিলোগ্রাম হেরোইন। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের দাম প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে এটিএস যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে ৩ জনকে।

বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "ভগবান বিরসা মুন্ডাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা তাঁর নির্ভীক চেতনা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে থাকি।" প্রসঙ্গত, বিরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ - ৯ জুন, ১৯০০) ছিলেন রাঁচি অঞ্চলের এক মুন্ডা আদিবাসী এবং সমাজ সংস্কারক। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে মুন্ডা বিদ্রোহের সূচনা করেন। বিদ্রোহীদের কাছে তিনি বিরসা ভগবান নামে পরিচিত ছিলেন।

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দৃষ্টি রাখছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): 'বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দৃষ্টি রাখছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)'। সোমবার এ কথা বলেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এদিন বাংলাদেশের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিকাব) আয়োজিত 'ডিকাব টক' অনুষ্ঠানে অংশ নেন ইইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি।ওই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে ইইউর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশসহ সব দেশেই মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সমুন্নত দেখতে চায়। তবে, নির্বাচন কোনো ইভেন নয়, এটা একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রাখছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।অপর এক প্রশ্নের জবাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমরা মিয়ানমারের ওপর বেশ কয়েকটি ইস্যুতে অবরোধ আরোপ করেছি। রোহিঙ্গাদের যেন মিয়ানমার ফেরত নেয় এ লক্ষ্য আমরা আন্তর্জাতিক চাপও অব্যাহত রেখেছি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি আরও বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। সম্প্রতি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে সেখানে আমরা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছি।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়?

সেতা প্রথমবারের মতো মা হচ্ছেন তার এই সময়টা নিয়ে আগ্রহ আর জিজ্ঞাসার শেষ নেই। সেতার মতো অনেকেই প্রশ্ন করেন, গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়, কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা নিরাপদ? উত্তরে ইবনে সিনা হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ জেসমিন আক্তার বলেন, প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, আল্ট্রাসনোগ্রাম গর্ভের শিসুর কোনো ধরনের ক্ষতি করে না। অনেকেই মনে করেন, আল্ট্রাসনোগ্রাম থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি শিশুর ক্ষতি করে। কিন্তু আসলে এটা এক্সরে নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাম হচ্ছে অতি উচ্চ কম্পন সম্পন্ন শব্দ তরঙ্গ, যা সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। তিনি বলেন, একজন মহিলা সঠিকভাবে গগর্ভাবস্থায় প্রতিটি ধাপ পার করছেন কিনা, গর্ভের শিশু সুস্থ আছে কিনা, এসব কিছুই জানান সম্ভব আল্ট্রাসনোগ্রাম করার মাধ্যম। এক্ষেত্রে যদি গর্বের শিশু বা মায়ের কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাও বোঝা সম্ভব আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া যায়।

কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয় যায় জানতে চাইলে জেসমিন আক্তার বলেন, যেহেতু এর ক্ষতিকারক দিক নেই তাই যতবার ইচ্ছা ততবারই করা যায়। এটা নিয়ে চিন্তারকিছু নেই। তবে এই পরীক্ষা কিছুটা ব্যয়ববহুল অনেকের জন্য। এছাড়া মা এবং শিশুর স ব সিমটম যদি স্বাভাবিক থাকে তবে দুই থেকে তিনবারের বেশি আল্ট্রাসনোগ্রাম করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে গর্ভের সময়কাল ও প্রসবের সঠিক সময় বের করার জন্য সন্তান ধারণের ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করার হয়। ১৬ থেকে ২০ সপ্তাহের মদ্যে দ্বিতীয়বার করা হয়। এ সময় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে বাচ্চার জন্মগত কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা জানা যায়। গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে এটাও জানা যায়। বাচ্চার ওজন বাড়ছে কিনা জানতে তৃতীয়বার ৩০-৩৮ সপ্তাহ আলট্রাসনোগ্রাম করার পরামর্শ দেয়া হয়। জন্মের সময় বাচ্চার পজিশনসহ অন্য বিষয়গুলো সব ঠিকভাবে অছে কিনা জানা যায়। হাসপাতালে ভেদে আলট্রাসনোগ্রাম করতে সাদা কালো ৫০০ থেকে ১০০০ এবং কালার করতে ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা খরচ হয়। গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার সব স ময় পরিবার, কর্মক্ষেত্র সহ সবার সব ধরনের সহযোগিতা, পাশে থাকা, ভালাবাসা ও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মহিলার জীবনে পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। আতঙ্কিত না হয়েগর্ভাবস্থায় পুরো সময়টাউপভোগ করুন। অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন।

ক্যান্সার রোধ গ্রিন টিন

গ্রিন টি সবুজ চায়ের উপকারিতা অনেক। পানীয়টি মানুষের মুখের ক্যান্সার ঠেকাতে ভূমিকা রাখে। ক্যান্সারের জন্য দায়ী কোষ জন্মাতে দেয় গ্রিন টি। পাশাপাশি উপকারি কোষকে উজ্জীবিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক প্রতিবেদনে জানান এ তথ্য। ক্যান্সার প্রতিরোধে এর আগেও একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে গ্রিন টির গুণের বিষয়ে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোধে বিশেষ ধরনের এ চায়ের গুণ নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশ হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধে গ্রিন টি কার্যকারিতার তথ্য প্রথম জানা যায় ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে। তবে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় আরো সুস্পষ্ট তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য, গবেষণাগারে ক্যান্সারে আক্রান্ত মুখের কোষ ও সুস্থ কোষ জমা করেন। এর পরএগুলোকে ইজিসিজি নামে এক শ্রেণীর যৌগের সংস্পর্শে আনেন। যৌগটি গ্রিন টিতেও বিদ্যমান। গবেষণা প্রতিবেদনের প্রবন্ধকার জশুয়া জানান, যৌগটি স্বাভাবিক কোষকেও সতেজ করে। অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না, ক্যান্সার প্রতিরোদে কাজে আসবে গ্রিন টি । কেননা খুব বেশি রোগীর তথ্য নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। তবে গ্রিন টির যৌগটি কাজে আসবে বলে আশাবাদী হওয়া যায়। তিনি বলেন, যদি ভবিষ্যতে যৌগটি মানবদেহে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়, তবে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত হন ৪৩ হাজারের বেশি। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা এখনো কেমোথেরাপি, সার্জারি ও রেডিয়েশনের মধ্যে সীমিত। কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাথার চুল পড়ে যাওয়া সহ অন্য জটিলতায় পড়েন রোগী। কিন্তু গ্রিন টি পান করলে অন্তত তেমন জটিলতায় ভুগতে হয় না রোগীদের। প্রসঙ্গত, বিশেষ প্রজাতির চা গাছের পাতা প্রক্রিয়াজাত করে গ্রিন টি প্রস্তুত করা হয়।

যে খাবারগুলো বাড়িয়ে দেবে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা

আমরা অনেকেই অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে। কত রকমের ক্রিম, ফেসপ্যাক, ফেসিয়াল ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যত যাই ব্যবহার করি না কেন ত্বকে তা হয়ত অল্প কিছু সময়ের জন্য উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে তারপর বিরক্ত হয়ে যখন আপনি আবার সব রূপচর্চা করা বন্ধ করে দিবেন তখন ত্বক আবার আগের মতই হয়ে যাবে। তাই দেহ ও ত্বক সুন্দর এবং ভালো রাখতে অবশ্যই আমাদের নিজের লাইফস্টাইল ও খাওয়া দাওয়াতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কেমিক্যাল যুক্ত দ্রব্য ত্বকে ব্যবহার না করে বরং স্বাস্থ্য কর কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে দেহ ও ত্বক উভয়ই ভালো থাকবে. তাই জেনে রাখুন এমন কিছু পরিচিত খাবার সম্পপর্কে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাজর — গাজরে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিনএবং গাজরল সবজির মধ্যে সেরা সবজি যার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক বেশি ও এটি আমাদেরত্বক ও চুলের জন্য খুবই ভালো। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে গাজর কিংবা গাজরের জুস খাদ্য তালিকায় রাখুন।

পেঁপে — দারুণ মজার সুস্বাদু ফল পেঁপে খেতেকে না ভালোবাসে। পেঁপেতে আছে ভিটামিন সি, এ, ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও ত্বককে ব্রণ ও ব্লেমিসেসথেকে রক্ষা করে। পেঁপে আপনি খেতেও পারেন অথবা পেস্ট করে ত্বকে লাগাতে পারেন।

টম্যাটো — লাল রঙের তাজাএই জুসি সবজিটিতে আছে লাইকোফেন। ত্বকের জন্য টম্যাটো খুবই ভালো, তাছাড়া টম্যাটো দেহের ওজন কমায় এববং ক্যন্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সবুজ পাতার শাকসবজি --- সবুজ শাকসবজিতে আছে প্রচুর ভিটামিন যা শুধু ত্বকের জন্যই নয় পুরো দেহের জন্য অনেক ভালো। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন সবজি। স্ট্রবেরি — স্ট্রবেরিতে আছে ভিটামিন সি যা ত্বককে সুরক্ষাদান করে ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

গ্রিন টি--- গ্রিন টি হল একটি হারবাল পানীয় যা ত্বকের জন্য অনেক বালো। এটি ত্বকের পোড়া দাগ দূর করে, ত্বক নরম রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, ত্বকের গভীর কাল দাগ দূর করে ও ব্লেমিসেস দূর করে। ব্রকলি --- ব্রকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ ও সি প্রাকৃতিক ভাবেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মাছ — মাছের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওমেগাত ফ্যাটি অ্যাসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন ত্বকের জন্য খুবই ভালো। তাই উজ্জ্বল ত্বক পেতে বেশি করে মাছ খাওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য রক্ষায় উচ্চ ক্যালিরযুক্ত চারটি পানীয় যা অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত

প্রতিদিনই ড্রিংকস খাওয়া দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই গরমে ক্ষতিকর উপাদানটি প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ড্রিংকসগুলোতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেগুলোতে আমদের শরীরের স্থূলতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। আসুন জেনে নিই এমন চারটি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ড্রিংকসগুলো এর কথা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফ্রুট স্মুথি— ফলের জুসে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে কিন্তু ফ্রুট স্মুথিতে থাকে। এতে মোটামুটিভাবে ৪৫০ গ্রাম ক্যালরি, ২৪ গগ্রাম ফ্যাট থাকে যা শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর। তাই যতটা সম্ভব এই ফ্রুট স্মুথি ড্রিংকস থেকে দুরে থাকুন শরীর সুস্থ রাখুন। স্পেশাল কফি ড্রিংকস — সকাল সকাল কফি খেলে এর ক্যাফেইন শরীরে ক্যালরি উৎপাদন করতে থাকে। এচাড়া স্টেুবেন্টুগুলোতে করা স্পেশাল কফি ড্রিংকসগুলোতে ৫০০-৬০০ গ্রাম ক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম ফ্যাট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই এই ড্রিংকসটি খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। ককটেল ড্রিংকস--- সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা এই ককটেল ড্রিংকসটি খেয়ে থাকে। এই পানীয়টিতে কয়েকটি ড্রিংকস একই সাথে মেশানো তাকে। এতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এতে ৭০০ গ্রামের মত ক্যালরি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে এই ক কটেল ড্রিংকস খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। এনার্জি ড্রিংকস— বাজারে পাওয়া বিভিন ধরনের এনার্জি ড্রিংকসগুলোতে শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। কেননা এগুলোতে ২৮০ পরিমাণ ক্যালরি, ৬২ গ্রাম ফ্যাট এবং প্রচুর পরিমামে সোডা থাকে এই এনার্জি ড্রিংকসগুলো খাওয়া থেকেও বিরত থাকা ুচিত কেননা এগুলো খেলে লিভার আক্রান্ত থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

সফল ও সুস্থ যৌন জীবনের জন্য যে ব্যাপারগুলো জেনে রাখা খুব জরুরি

আমাদের সমাজে আমরা যৌনতা নিয়ে কথা বলি না, উপযুক্ত যৌন শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারেও আমরা আগ্রহী নই। পলে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়, সেটি নিয়ে বেশিরভাগ জিনিসই রয়ে যায় আমাদের ধারণার বাইরে। অনেকেই এই তীব্র কৌতূহল মেটাবার জন্য আশ্রয় নিয়ে থাকেন পর্ণগ্রাফি বা চটি লেখার। ফলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা তাদের বেড়ে যায় আরো অনেক বেশি। যৌনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা একজন ম ানুষের স্বাভাবিক যৌন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে। বিষয়টি মোটেও অবহেলা করার মতন কিছু নয়, কেননা যৌন জীবন বিপর্যস্ত হলে দাম্পত্য সম্পর্কেও তৈরি হ তে পরে নানান সমস্যা। তাই সুন্দর দাম্পত্যের সুস্থ জীবনটাও অত্যাবশক। জেনে নিন এমন দশটি বিষয়, যেগুলো সুস্থ, সুন্দর ও সফল যৌন জীবনের জন্য মনে রাখা জরুরি। যৌনতা কেবল শরীরি প্রেম নয়। সুন্দর ও আনন্দময় যৌন সম্পর্কের জন্য মনসিক ভ ালোবাসার বন্ধন অটুট হওয়া বাঞ্চনীয়। এবং কেবল সেভাবেই সফল হতে পাত্রে আপনার যৌন জীবন। মনে রাখবেনত, সৌন্দর্য দেহে নয় সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিতে। একেকটা মানুষের শরীরে একে রকম। প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে সুন্দর। প্রিয়জনের মাঝে তার সে বিশেষ সৌন্দর্যকে দেখার চেষ্টা করুন। আপনার নিজের শরীরে যেমন নানা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার শরীরেও আছে। এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করুন।

যৌনতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে নানান রকম বৈজ্ঞানিক বইপত্র ও প্রবন্ধের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে শিক্ষিত হোন, সঙ্গীকেও করে তুলুন। বন্ধুদের সাথে যৌন জীবনে নিয়ে আলাপ আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু কখনো তাদের সাথে নিজের ৃড্রেযৌন জীবনকে তুলনা করবেন না। কিংবা তাদের সঙ্গীর সাথে নিজের সঙ্গীকেও নয়। সফল যৌন জীবনের সাথে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও ফিট থাকার একটা সম্পর্ক আছে। চেষ্টা করুন নিজেকে নীরোগ ও ঝরঝরে রাখতে। একটা কথা মনে প্রাণে গেঁথে নিন যে পর্ণগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মে যা দেখানো হয় তার পুরোটাই অভিনয়। এসবে বাস্তবতার পরিমাণ খুবই অল্প। এত অল্প যে এগুলো নিজের বাস্তব জীবনে চেষ্টা ক রা অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থতায় পর্যায়ে বড় এবং সঙ্গীও বিমুখ হয়ে পড়তে পারেন আপনার প্রতি। তাই পর্ণগ্রাফির ছায়া থেকে মুকরাখুন নিজের যৌন জীবনকে।

প্রতিটি মানুষের যৌন চাহিদা বা যৌন ইচ্ছা কোনোক্রমেই একরকম হবে না। মহিলা ওপুরুষের কাছে ও যৌনতার অর্থ ভিন্ন র কম, চাহিদাও আলাদা আলাদা। তাই নিজের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার চাহিদা বুঝুন, তাকে নিজের চাহিদা বুঝেন।দুজনে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে তুলুন সুন্দর যৌন জীবন পেতে অবশ্যই এক সময়ে একজন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। একাধিক সঙ্গী আপনাকে মূলত কারো সাথেই সুখী হতে দেবে না। শারীরিক সুখ হয়ত আসবে, মানসিক প্রশান্তি নয়। মিষ্টি স্পর্শ, ছোট্ট আদর, প্রশংসা মূলক কথা, পরস্পরের নিঃশ্বাসের একান্তে থাকা ইত্যাদি যৌনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলোর বহিঃ প্রকাশের ওপরেই নির্ভর করে সফল যৌন জীবন। কেবল নিজের তৃপ্তি নয়, স ঙ্গী মানসিক ও শারীরিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন কিনা সেটাও অতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন।

স্তনে ব্যথা কিংবা চাকার অনুভূতি ঃ সাবধান হউন

স্তনে ব্যথা কিংবা শক্ত কোনো পিন্ড অনুভব করার সমস্যাটির মুখোমুখি যে কোন মেয়েই জীবনের কোনো না কোনো সময় হয়েছে। সদ্য কৈশোর পার করা মেয়েটি তার স্তনের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন দেখে রীতিমত অবাক হয়, সে সাথে স্তনে চাকা বা ব্যথার অনুভূতি তাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবার শঙ্কায় শঙ্কিতকরে তুলে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যথার বিষয়টি ডাক্তাররা বেশইতিবাচকভাবেই দেখেন, কারণ স্তনের কোন পিন্ড যদি প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যথা করে তার মানে সেটি ক্যান্সার বা টিউমার রূপ নেবার সম্ভাবনা খুব কম। স্তন ক্যান্সারের শুরুর দিকে একেবারেই ব্যথাহীন থাকে। তাছাড়াও যাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। তাদেরও ক্যান্সার হবার ঝুঁকি কম থাকে। যেহেতু আমাদের দেশে মহিলারা তাদের স্তনে কোনো সমস্যা হলে সেটি প্রকাশ করতে লজ্জা পান, তাই ঠিক কখন বা কি ধরনের সমস্যায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সেই ব্যাপারটি জানা থাকা। অত্যন্ত জরুরি। ফলে কাজটি যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি াপনার কারণ ভয় আর ঝুঁকির হারও কমে যায়। স্তনে অস্বাভাবিক তা দেখারআগে চলুন জেনে নেয়াাক আপনার স্তনের স্বাভাবিক অবস্থা বা ঝুঁকিহীন সমস্যাগুলো কি কী হতে পারে— প্রথম বয়ঃসন্ধিকালের পর থেকেই মেয়েদের স্তন একটি ছোট ও অপরটি বড় থাকতে পারে।আকারের খুব বেশি অসামঞ্জস্য বা দৃষ্টিকটু পার্থক্য না থাকলে এ নিয়ে ভাবিত হবার কিছু নেই। তবে লক্ষ্য করুন দুই স্তনের একই জায়গাগুলোতে ঘনত্ব সমান কি না । হাত দিয়ে অনুভব করলে দেখবেন আপনার স্তনের উপরের ও বাইরের দিকের অংশ একটু শক্ত ও দড়ি পাকানো বলে মনে হয়, কারণ এই এলাকা থেকে স্তনগ্রন্থির শুরু। এর থেকে যত নিচের দিকে নামতে থাকবেন চর্বির কারণে তত নরম অনুভূত হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে মাসিকের ঠিক আগে আগে বা মাসিকের সময় স্তনে ব্যথা বা পিন্ড অনুভূত হওয়াটা স্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখুন ব্যথা বা পিন্ডটি সে মাসের মাসিকের পর বা পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থাকে কি না। যদি না থাকে তবে সেটা নিয়েও চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। তাহলে কখন যাবেন ডাক্তারের কাছে? প্রথমেই দেখবেন স্তনে অনুভূত হওয়া চাকাটি কি একেবারেই নতুন কী না, এর আগের কোনো মাসিকের সময় এর অস্তিত্ব টের পাননি এমন হয়েছিল কি না। নতুন অনুভূত অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পি ন্ডটি যদি পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থেকে যায় বা তুলনামূলকবাবে বড় হয় তবে অবস্যই ডাক্তারের কাছে যান। স্তনের শক্ত পিন্ডটির বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করুন যদি কয়েকদিনের মধ্যে খুব দ্রুত বড় হতে থাকে এবং ব্যথা না থাকে তাহলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার। যদি দেখেন পিন্ডটি নড়ছে অর্থাৎ অনুভব করার সময় হাত থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে এবং তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বেশ দূরে চলে যাচ্ছে, তবে সেটা আপনার স্তনগ্রন্থির পরিবর্ত নির্দেশ করে, এমন পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। স্তনের ত্বকে কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে, যেমন ত্বক বেশি লাল হয়ে গেলে, কোচকানো বা বলিরেখার মত দাগ দৃষ্টি হলে, ত্বকে টোল খেয়ে গেলে কিংবা পাউরুটির শক্ত অংশের মত শক্ত হলে দেরি না করেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। স্তনের বোটার বেশ কিচু পরিবর্তনেও সচেতন হতে হবে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়--- স্তনের বোটা স্বাভাবিক চেয়ে বেশি ভেতরে ডুকে গেলে কিংবা বোটা থেকে কোন ক্ষরণ নিঃসৃত হতে পারে। স্তন থেকে ক্ষরিত রস জলের মতো বা হলুদ, বাদামি লালচে বিভিন্ন রঙেরও হতে পারে। এছাড়াও স্তনে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণে হঠাৎ করে প্রচন্ড ব্যথা ও পুঁজ হতে পারে, এই সময়ে ডাক্তারের ছুরির নিচে গিয়ে পুঁজের বিনাশ ঘটানোটা হবে বুদ্ধিদীপ্তি সিদ্ধান্ত।

মণিপুরে নিহত জওয়ান শ্যামল দাসের মৃতদেহ পৌঁছাল পানাগড়ে

দুর্গাপুর, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) মণিপুরে জঙ্গি হামলায় মৃত জওয়ান শ্যামল দাসের মৃতদেহ পৌঁছাল পানাগড় সেনাছাউনীতে। এদিন সেখানে নিহত জওয়ানের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান লেফটেনেন্ট জেনারেল রাজেন্দ্র দেওয়ান (এভিএসএম, ভিএসএম)।তারপর মরদেহ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

প্রসঙ্গত, শনিবার মণিপুরের চুরাচন্দ্রপুর জেলায় অসম রাইফেলস ৪৬ কমেন্ডিং কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠির কনভয়ে জঙ্গি হামলা হয়। ঘটনায় কর্নেল ত্রিপাঠির পরিবার সহ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়। ওই জওয়ানদের মধ্যে একজন শ্যামল দাস। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে। সোমবার সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তার মৃতদেহ পৌঁছায় পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। এদিন সেখানে নিহত জওয়ানের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান লেফটেনেন্ট জেনারেল রাজেন্দ্র দেওয়ান (এভিএসএম, ভিএসএম)। তারপর মরদেহ তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। নিহত জওয়ান শ্যামল দাসের মৃতদেহ খড়গ্রামে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ।

কামরূপ মহানগরের নয়া জেলাশাসক পল্লব গোপাল ঝা

গুয়াহাটি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : কামরূপ মহানগরের জেলাশাসকের দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন আইএএস পল্লব গোপাল ঝা। আজ সোমবার বিদায়ী জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু (আইএএস)-র হাত থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

দায়িত্ব নেওয়ার পর জেলাশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত স্বাগত-সভায় নবাগত পল্লব গোপাল ঝা মহানগর জেলায় নিযুক্ত সব অতিরিক্ত জেলাশাসক, সার্কল অফিসার, সহকারী কমিশনার সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। পরিচয় পর্বের পর প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি জেলার উন্নয়নে সব ধরনের কার্যক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, কামরূপ মহানগরের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ডিব্রুগড়ের জেলাশাসক ছিলেন। ডিব্রুগড়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কামরূপ মহানগরের বিদায়ী জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২২ জানুয়ারি মাসে কামরূপ মহানগরের জেলাশাসকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ পেগু।

দেশপ্রেম ও বীরত্বের প্রতীক ছিলেন বিরসা মুন্ডা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): জন-আন্দোলনের নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জন্মজয়ন্তীতে বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেশপ্রেম ও বীরত্বের প্রতীক ছিলেন বিরসা মুন্ডা। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিবসে ঝাড়খণ্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সোমবার সকালে একাধিক টুইটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'দেশপ্রেম, বীরত্ব ও ধর্মপ্রাণতার প্রতীক বিরসা মুন্ডাজি, আদিবাসীদের পরিচয় ও অধিকার রক্ষার জন্য বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে "উলগুলান" আন্দোলন শুরু করে সমাজকে একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।' বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে এদিন উদযাপন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ।

ক্ষমতাশালী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলার পরে নিখোঁজ চিনের টেনিস তারকা

বেজিং, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : চিনের কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চপদস্থ এক নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন টেনিস তারকা পেং শুয়াই। যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে "মি টু" আন্দোলন শুরু হয় আমেরিকা থেকে। ভারতেও "মি টু" ঝড়ে কাবু হন অনেক সেলিব্রিটি।

চিনে টেনিস তারকার অভিযোগকে কেন্দ্র করেই "মি টু" আন্দোলনের সূচনা হল বলে অনেকে মনে করেছিলেন। যদিও সোমবার চিন সরকার এসম্পর্কে মুখ খুলতে চায়নি। গত রবিবার চিনের উইমেনস টেনিস অ্যাসোসিয়েশন দাবি করে, পেং-র অভিযোগ নিয়ে পুরোদস্তুর তদন্ত করতে হবে। তদন্ত হওয়া উচিত স্বচ্ছ। সেখানে কেউ যেন হস্তক্ষেপ না করে। উইম্বলডন ও ফেঞ্চ ওপেনে ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পেং। সোমবার এসম্পর্কে প্রশ্ন করলে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেন, "ওই খেলোয়াড় সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই"। পরে ঝাও বলেন, তিনি কেবল কূটনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন। টেনিস তারকাকে নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না। নভেম্বরের শুরুতে পেং অভিযোগ করেন, চিনের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী ঝাং গাওলি তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছেন। চিনের জাতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এসম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি।

প্রসঙ্গত, নভেম্বরের শুরুতে ৩৫ বছর বয়সী পেং চিনের নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েইবো-তে লেখেন, ঝাং তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছিলেন। দ্রুত তাঁর বক্তব্য ওয়েইবো থেকে মুছে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই পেং-এরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা আজম খানের, পরবর্তী শুনানি ২৯ নভেম্বর

লখনউ, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশ জল নিগম নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন জেলবন্দি সমাজবাদী পার্টির নেতা এবং তৎকালীন মন্ত্রী আজম খান। এই মামলায় আজম খানকে সমন পাঠানো হয়েছিল, তাই সোমবার বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন তিনি। সীতাপুর জেলের সুপার আজম খানকে আদালতে হাজির করেছেন। কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে সীতাপুর জেল থেকে লখনউয়ের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজম খানের আইনজীবী রঞ্জিত কুমার জানিয়েছেন, আজ বিশেষ সিবিআই আদালতে শুনানি হয়েছে। সিআরপিসি-র ২০৭ ধারা অনুযায়ী এদিন শুনানি শেষ হয়েছে। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৯ নভেম্বর। আজম খানের শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী শুনানি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে করার অনুমতি দিয়েছে আদালত।

দিল্লিতে চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু, গত সপ্তাহেই আক্রান্ত ২,৫৬৯ জন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। চলতি বছর দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ২৭৭ জন। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র গত সপ্তাহেই আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫৬৯ জন। দিল্লিতে এযাবৎ ডেঙ্গু আক্রান্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার দক্ষিণ দিল্লির অ্যান্টি ম্যালেরিয়া অপারেশন জানিয়েছে, দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ২৭৭ জন। এ বছর মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। বিগত ৫ বছরের তুলনায় এ বছর দিল্লিতে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। মৃত্যু সংখ্যা ২০১৭ সালে ছিল ১০, এ বছর নভেম্বর মাসেই মৃত্যুর সংখ্যা ৯-এ পৌঁছেছে। দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিএসএফের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিমান বসুর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কর্তৃত্ববৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হল বামফ্রন্ট বৈঠকে। সোমবার ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

চিঠিতে বিমানবাবু লিখেছেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় বি এস এফের কর্তৃত্বে ১৫ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের ঘোষণাকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, এ ধরনের কোন ঘোষণা করার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এটাই বিধান। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং পুলিশি ব্যবস্থা সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নস্যাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের ঘোষণা করতে পারে না। সীমান্ত এলাকার ৫০ কিলোমিটার বি এস এফের এক্তিয়ারে চলে গেলে ঐ সব এলাকার লক্ষ লক্ষ জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অবশ্যই কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো-বিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিধিবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা হোক। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে এবং সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বার্থে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী গাদ্দাফির ছেলে

ত্রিপোলি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) লিবিয়ার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন সাবেক স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফুল ইসলাম গাদ্দাফি। লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ডিসেম্বর। ২০১১ সালে গাদ্দাফি সরকারের পতনের পর এই প্রথম লিবিয়ায় সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

লিবিয়ার নির্বাচন কমিশনের প্রেস সচিব সামি আল-শরিফ দেশটির দৈনিক আল-ইয়াউম আল-সাবিকে বলেন, সাইফুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার জন্য লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় সাবহা শহরে কমিশনের দফতরে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সাইফুল ইসলাম গাদ্দাফি চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন পাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।লিবিয়ায় ২০১১ সালে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানে সাবেক স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফি সরকারের পতন হয়। তখন গাদ্দাফি তার একাধিক ছেলেসহ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ওই সময় গাদ্দাফির ছোট ছেলে সাইফুল ইসলাম পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। গাদ্দাফির জীবদ্দশায় সাইফুল ইসলামকে তার উত্তরসূরি মনে করা হত। কিন্তু ২০১১ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণের বিরুদ্ধে দমন অভিযানে সমর্থন দেওয়ায় তার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালের ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সোমবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "১৫ নভেম্বর, ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে, গোটা দেশ আদিবাসী গর্ব দিবস উদযাপন করছে। রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি যে ঝাড়খণ্ড প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিশ্রমী বাসিন্দাদের শক্তিতে উন্নতির নতুন উচ্চতা অর্জন করে।" প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৫ই নভেম্বর ২০০০ সালে। নানা খনিজ সম্পদে পূর্ণ এই রাজ্য আগে বিহারের দক্ষিণাংশে ছিল।

১৪-দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে দেশমুখ, জেলের খাবার খেতে বলল আদালত

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): আগামী দু"সপ্তাহের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে। সোমবারই শেষ হয়েছে অনিল দেশমুখের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট (ইডি)-এর হেফাজতের মেয়াদ। এরপর এদিনই অনিল দেশমুখকে ১৪-দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বাড়িতে রান্না করা খাবারের জন্য আদালতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন অনিল দেশমুখ। এদিন সরাসরি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে বিচারপতি জানিয়েছেন, 'আপনি আগে জেলের খাবার খেয়ে দেখুন, যদি না হয়, তাহলে আমি বিবেচনা করব।' তবে, শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিছানার জন্য তিনি যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা গৃহীত হয়েছে। গত ১ নভেম্বর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অনিল দেশমুখকে গ্রেফতার করা হয়। মুম্বইয়ের অফিসে দীর্ঘ ১২-ঘন্টা জেরা করার পর অনিল দেশমুখকে গ্রেফতার করা হয়।

শীর্ষ আদালতে ফের আলাপন-মামলার শুনানি, বিচারপতির কাছে সময় চাইল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে ফের শুনানি হতে চলেছে আলাপন-মামলার। মামলা স্থানান্তর নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জয় পেয়েছিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সেই আবেদনের শুনানি। বিষয়টি সম্পর্কে শীর্ষ আদালতকে বিস্তারিত জানানোর জন্য কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল বিচারপতির কাছে সময় চেয়ে নেন। তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

শুনানির সময় কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (ক্যাট)-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের রায় দেওয়ার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এতে কী ক্ষতি হয়েছে, তা বিচারপতি পাল্টা জানতে চান। এর পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, মামলাটির বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য আদালতে হলফনামা দেওয়া হবে। সে জন্য আদালতের কাছে সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আগামী সোমবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় দেয় শীর্ষ আদালত। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

ব্রিটিশ কিংবা কংগ্রেস কেউই রানি কমলাপতিকে উপযুক্ত স্থান দেয়নি : শিবরাজ

ভোপাল, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): জনজাতীয় রানি, রানি কমলাপতিকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে ভারত সরকার। মধ্যপ্রদেশের ভোপালের হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে রানি কমলাপতির নামে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং জানালেন, ব্রিটিশ হোক অথবা কংগ্রেস কেউই রানি কমলাপতিকে উপযুক্ত স্থান দেয়নি। সোমবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালের জাম্বুরি ময়দানে আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবস মহাসম্মেলনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'রানি কমলাপতিকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ হোক অথবা কংগ্রেস কেউই তাঁকে ইতিহাসে উপযুক্ত স্থান দেয়নি। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম তাঁর নামে রেখেছেন।'

কংগ্রেসকে তিরস্কার করে শিবরাজ বলেছেন, 'জনজাতীয় গৌরব দিবস মহাসম্মেলন কেন আয়োজিত করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস। তাঁরা বলছে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। কিছু মানুষ যাঁরা বলত, বিজেপি সরকার আদিবাসী-বিরোধী, তাঁরা এখন আদালতে যাচ্ছে। এখন তাঁরা বিচলিত। তাঁরা নায়ক-নায়িকাদের পেছনে, আইফার মতো অনুষ্ঠানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে।'

তিনদিনের সফরে কলকাতায় সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, ভার্চুয়াল ভাবে মিলিত হবেন বিশিষ্টজনদের সঙ্গে

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : তিনদিনের সফরে সোমবার রাতে কলকাতায় আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। আগামী ১৬ ও ১৭ নভেম্বর একাধিক বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক।

বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতির পদে সুকান্ত মজুমদারের দায়িত্বভার নেওয়ার পরে ভাগবতের এই সফর যথেষ্টই তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। করোনার প্রথম ঢেউ একটু কমার পর গত বছর কলকাতায় এসেছিলেন ভাগবত। সে বার কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। আরএসএস সূত্রে খবর, মঙ্গলবার তিনি ফের বেশ কছু বিশিষ্টজনের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। তবে তাঁদের মধ্যে সরাসরি দেখা হবে না। ভার্চুয়াল মাধ্যমে হবে সেই বৈঠক।

বাংলায় আরএসএস-র সদর দফতর কেশব ভবন রয়েছে ৯ নম্বর অভেদানন্দ রোডে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় সাংগঠনিক বৈঠক হবে সেখানে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি সভা করবেন ভাগবত। অনলাইন সেই বৈঠকের লিঙ্ক পাঠানো হবে প্রায় ৩৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকায় কারা রয়েছেন তা গোপন রেখেছে আরএসএস। তবে সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে থাকতে পারেন সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, সরোদিয়া তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সন্তরবাদক তরুণ ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও ক্রীড়াবিদ দীপা কর্মকারও ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

আরএসএস মুখপাত্র বিপ্লব রায় বলেছেন, """এটা একেবারেই রুটিন সফর। সারা বছরই নতুন লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির কাজ করে সঙ্ঘ। এ জন্য গোটা দেশে ভ্রমণ করেন ভাগবত। পশ্চিমবঙ্গে সে জন্যই আসবেন।"""" গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি বিজেপি। মমতার কাছে ধরাশায়ী হতে হয়েছে মোদী-শাহের দলকে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৫ সালে সঙ্ঘের ১০০ বছরের প্রস্তুতি নিতেই কী এই সফর? এই প্রশ্নের জবাবে বিপ্লব বলেছেন, """সঙ্ঘের সারা বছরই কর্মসূচি চলে। এটা তারই অঙ্গ। এর সঙ্গে রাজনীতি এবং নির্বাচনের কোনও যোগ নেই।""""

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

চালককে খুন করে ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন বোঝাই ট্রাক ছিনতাই, পান্ডবেশ্বরে পুলিশের জালে ধৃত ৪

দুর্গাপুর, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) চালককে খুন করে ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন বোঝাই ট্রাক ছিনতাই। ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৪ দুস্কৃতী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পান্ডবেশ্বরে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম বিশাল বালা কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা। মহম্মদ আজাদ, ইমতেহাজ খান দুর্গাপুর নঈমনগরের বাসিন্দা। এবং মন্টু যাদব, ঝাড়খণ্ড ধানবাদের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, গত ১৫ অক্টোবর পান্ডবেশ্বরে টুমনি নদীর কাছে একটি অজ্ঞাত পরিচয় গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মোতাবেক খুনের মামলা দায়ের করে পুলিশ। এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় তার ছবি বিভিন্ন থানায় সার্কুলার করে পুলিশ। ওই ছবি দেখে ২৬ অক্টোবর হরিয়ানা থেকে মৃতদেহ শনাক্ত করতে আসে একটি পরিবার। এবং জানা যায় মৃত ব্যাক্তি লরি চালক তথা লরির মালিক ধর্মেন্দ্র। ওই পরিবারের কাছে লরির বিস্তারিত অর্থাৎ জিপিএস নং নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এদিকে, আসানসোল সাউথ থানা এলাকায় তার ছিনতাই হওয়া লরিটি উদ্ধার হয়। ওই লরির সঙ্গে জিপিএসের মিল রয়েছে। জিপিএসের সুত্র ধরে পুলিশ তদন্তে এগিয়ে যায়। তাতে জানতে পুলিশ জানতে পারে ধর্মেন্দ্রর আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও থেকে ফেরো সিলিকা বোঝাই ট্রাকটি খড়্গাপুর যাচ্ছিল ৬০নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে। বীরভূমের দুবরাজপুরে শেষবার কথা হয়েছে ধর্মেন্দ্রেরের সঙ্গে তার পরিবারের। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, সিলিকন বোঝাই লরিটি ছিনতাই করে দুস্কৃতীরা। এবং চালক তথা মালিক ধর্মেন্দ্রকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করে পান্ডবেশ্বরের টুমনি ব্রিজের কাছে ফেলে দেয়। জিপিএসের সুত্র অনুযায়ী তারপর লরিটি নিয়ে কুমারডুবি চলে যায় দুস্কৃতীর। সেখানে সিলিকন হাত বদল করে লরিটি আসানসোল সাউথ থানার ঘাগরবুড়ি মন্দিরের কাছে ছেড়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। এদিকে ঘটনা তদন্তে পুলিশ কাঁকসার গোপালপুরে একটি গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া সিলিকন উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ওই গোডাউন ধৃত বিশাল বালার। যেখান থেকে বিভিন্ন কারখানা এমনকি ভিন রাজ্যেও ওই ধাতব পদার্থ যা লোহা গলাতে কাজে লাগে তা পাচার হত। তদন্তে নেমে পুলিশ ঝাড়খন্ড থেকে মন্টু যাদব, বিকাশ বালা, ইমতিয়াজ খান, ও মহঃ আজাদ নামে চার কুখ্যাত দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে। সোমবার ওই চারজনকে দূর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানিয়েছে,' গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

অসমে প্রথম, শোণিতপুরে তৃতীয় প্রচেষ্টায় বুনো হাতির গলায় সংযুক্ত রেডিও কলার আইডি

তেজপুর (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে প্রথমবারের মতো বুনো হাতির গলায় সংযুক্ত করা হয়েছে রেডিও কলার আইডি। আজি পশ্চিম শোণিতপুর ফরেস্ট ডিভিশনের অধীনস্থ রাঙাপাড়ার তরাজুলি চা বাগানে একটি বুনো মাদি হাতির গলায় এই কলার আইডি সংযুক্ত করা হয়েছে। শোণিতপুরের ডিএফও নৃপেন্দ্রনাথ কলিতার নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ও পদস্থ আধিকারিক, পশু চিকিৎসক এবং ডব্লিউডব্লিউএফ-এর এক দল হাতিটির গলায় রেডিও কলার আইডি সাফল্যের সংস্থাপন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় বুনো হাতির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে সহজ হবে বন বিভাগের, বলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া বন্যপ্রাণী সংগঠন ডব্লিউডব্লিউএফ-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। অভিযানে পদ্মশ্রী ডা. কুশল কেঁ ওর শর্মা, কৌশিক বরুয়া, ডব্লিউডব্লিউএফ-এর অনুপম শর্মা, হিতেন বৈশ্য, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের পশু চিকিৎসক ডা. সামসুল, রাজ্য চিড়িয়াখানার ডিএফও ড় অশ্বিনী টং, নামেরি জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পঙ্কজ শর্মা এবং পরীক্ষিত কাকতি সহ বিভাগীয় কর্মচারীরা ছিলেন।

ডিএফও নৃপেন্দ্রনাথ কলিতা জানান, এই প্রক্রিয়ায় শোণিতপুরের দুই, বিশ্বনাথ জেলায় দুই এবং ওদালগুড়ি জেলায় একটি বুনো হাতির গলায় রেডিঅ কলার সংস্থাপন করে বুনো হাতির গতিবিধি নিরীক্ষণ করা হবে। এতে হাতি-মানুষের সংঘাত কমবে বলে আশা করছেন বন আধিকারিক কলিতা। তাঁর কাছে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে শোণিতপুরে বুনো হাতির গলায় কলার আইডি সংস্থাপনে প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। গতকাল ফের আমারিবাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত এলাকায়ও কলার আইডি সংস্থাপনের প্রয়াস করা হয়। কলার আইডি সংস্থাপনের জন্য একটি হাতিকে টর্যাংকুলাইজ করা হয়েছিল। কিন্তু হাতিটির আকার ছোট হওয়ায় কলার আইডি সংস্থাপন করা যায়নি।

তিনি জানিয়েছেন, দলছুট একাকী বিচরণকারী বুনো হাতির গলায়ই কেবল এ ধরনের রেডিও কলার আইডি সংস্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বন দফতর।

ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে উদ্বোধিত ইকোট্যুরিজম পার্ক

হাফলং (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার উদ্যোগনগরী উমরাংসোতে উদ্বোধন হল ইকোট্যুরিজম পার্কের। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের রাত্রি যাপনের জন্য এই ইকোট্যুরিজম পার্ক এক বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এখন থেকে উমরাংসো পানিমর বেড়াতে গেলে রাত কাটানোর জন্য আর পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হবে না।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের উদ্যোগে একমাত্র পর্যটকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে অতিথিশালা। রবিবার উমরাংসো পানিমর জলপ্রপাতের কাছেই বিশাল জমির ওপর পানিমর ইকোট্যুরিজম পার্কের উদ্বোধন করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবলাল গারলোসা। সবুজ বনানী ঘেরা পরিবেশের মধ্যে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এই ইকোট্যুরিজম পার্ক। এখানে বাইরে থেকে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য রয়েছে রাত কাটানোর জন্য অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কটেজ।

উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এমওএস প্যাকেজের অধীনে এই পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। বলেন, কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের সাহায্যে বিশাল এই ইকোট্যুরিজম পার্ক তথা অতিথিশালা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তবে এখানে যে সকল পর্যটক আসবেন তাঁরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুন্দর রেখে যাতে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, গঙ্গা যেমন পবিত্র পুণ্যতীর্থ ঠিক তেমনি কপিলিও এক পবিত্র পুণ্যতীর্থ। তাই পানিমরকে স্বচ্ছ রাখা সবারই কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন দেবোলাল।

উল্লেখ্য, ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় তিন বছরে এই ইকোট্যুরিজম পার্ক ও অতিথিশালার ৪০টি কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাকসার গৃহগ্রামে মন্ত্রী ও সহস্রজনের উপস্থিতিতে পঞ্চভূতে বিলীন মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদ সুমন স্বর্গিয়ারীর নশ্বর দেহ

বাকসা (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদ ৪৬ নম্বর আসাম রাইফেলসের রাইফেলম্যান সুমন স্বর্গিয়ারীর নশ্বর দেহ। হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে প্রয়াতের গৃহগ্রাম বাকসা জেলার থইকরাকুচি গ্রামে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে শহিদ সুমনের। শোকাকূল পরিবেশে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, আসাম রাইফেলসের বহু আধিকারিক ও জওয়ান।

আজ সোমবার সকালে যোরহাটের ররৈয়া বিমানবন্দর থেকে সেনাবাহিনীর বিমানে করে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় শহিদ সুমন স্বর্গিয়ারীর মরদেহ। বড়ঝাড় বিমানবন্দরে প্রথমে অসম সরকারের তরফ থেকে সুমন স্বর্গিয়ারীকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। এর পর গুয়াহাটি থেকে সুসজ্জিত শকটবাহী গাড়িতে করে বাকসা জেলায় তাঁর গৃহগ্রাম থইকরাকুচিতে নিয়ে আসা হয় সুমনের নশ্বর দেহ।।

সুমনের মরদেহ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রামে কান্নার রোল ওঠে। বুকফাঁটা কান্নায় ভেসে যান স্ত্রী জুরি স্বর্গিয়ারী। প্রসঙ্গত, শহিদ সুমন রেখে গেছেন স্ত্রী জুরি, বছর তিনের পুত্রসন্তান বারাদকে। তিনি পিতৃ-মাতৃহারা ছিলেন। এখানে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) কর্তৃপক্ষ। হাজারো জনতা সর্বজনপ্রিয় শহিদ সুমন স্বর্গিয়ারীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। শোকাতুর পত্নী তাঁর স্বামীর মরদেহ-বন্দি কফিনের কাছে গিয়ে সামরিক স্যালুট দিয়ে শেষ অভিবাদন জানান।

গত ১৩ নভেম্বর সকাল প্রায় দশটা নাগাদ মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার সিংঘাট মহকুমার এস সেখেন গ্রামে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী ৪৩ নম্বর পিলারের কাছে অতর্কিত জঙ্গি হামলায় আধা-সেনাবাহিনী ৪৬ নম্বর আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী (৪০), তাঁর পত্নী অনুজা (৩৮) ও পুত্র আবির (৮) এবং কুইক রিঅ্যাকশন টিমের চার জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, সেদিনের হামলার দায় স্বীকার করেছে মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন।

কল্যাণপুর জুড়ে শাক-সব্জির অগ্নিমূল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি কল্যাণপুর: ১৫ নভেম্বর।। একদিকে রান্নার গ্যাস সহ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সাথে সমান্তরালভাবে চলছিল আনুষঙ্গিক বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি। এবার বেদার মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজিতেও। নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা রয়েছেন তাদের এখন পরিজনসহ সংসারের ঘানি টানা টাই এক প্রকারের অনিশ্চিয়তার সম্মুখীন।

কৃষি প্রধান এলাকা হলেও কল্যাণপুরের বাজারগুলিতে সব্জির দাম প্রায় নাগালের বাইরে। ক্রেতা সাধারণ বিপাকে।

যদিও এটা ঘটনা প্রতিবছরই শারদ উৎসবের পরে সবজি বাজার একটু নাগালের বাইরেই থাকে , কিন্তু এবার জেনো সবজির মূল্য বৃদ্ধি রেকর্ড করতে চলেছে। বাজার ঘুরে দেখা গেল ফুল কপি ১০০-১২০ টাকা কিলো , বেগুন ৬০ থেকে ৮০ টাকা কিলো , আলু ৩০-৪৫ টাকা কিলো , কাঁচালঙ্কা ১০০-১২০ টাকা কিলো , লাউ ৪০-৬০ টাকা , পটল ৪০-৬০, শশা ৬০ থেকে ৮০ টাকা , টমেটো ৮০ টাকা দরে বিকোচ্ছে, এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের শাকের দাম প্রায় হাতের নাগালের বাইরে।

স্থানীয় সবজি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বহিরাজ্য থেকে আমদানিকৃত সবজির উপর নির্ভর করেই চলছে কল্যাণপুরের বাজারগুলি, এরফলেই সবজির এতটা দাম। কৃষিপ্রধান এলাকার বাজারগুলোতেই যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দামের এই অবস্থা তখন রাজ্যের অন্যান্য শহরকেন্দ্রিক যে বাজারগুলো আছে সেখানে সবজি বাজারের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। সমালোচকদের বক্তব্য হলো মেঘালয় রাজ্যে বড় বড় পাথুরে জমিতে যদি এত সুন্দর সুন্দর শাক সবজির ফলন হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের এত উর্বর জমিতে শাক সব্জির ফলন প্রয়োজন মেটাতে পারছে না কেন? তবে কি অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র এই কৃষিকাজ নিয়ে ত্রিপুরার মুখ পড়ছে? এমনই প্রশ্ন আজ গোটা রাজ্যজুড়ে।

উচ্চ সবজির মূল্যের বাজারে ক্রেতাদের সাথে সাথে বিক্রেতারাও মহা বিপদে আছে।ন তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বেশি দামের জন্য একটা বিরাট অংশের ক্রেতারাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাজারমুখী হতে পারছেন না, তারা প্রচুর টাকা ব্যবসায় লাগিয়েও সমানুপাতিক হারে মুনাফা অর্জন করতে পারছেন না বলে ব্যবসায়ীদের অভিমত।

মোদ্দাকথা কল্যাণপুর জূড়েই সবজি বাজারের এই অগ্নিমূল্যের জেরে মাথায় হাত একটা বিরাট অংশের। এই সবজির মূল্য বৃদ্ধির পেছনে কী কারণ রয়েছে তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে সচেতন অংশের ধারণা। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন এর পেছনে কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনের বা মহাজনদের ফাটকা কারবারের কোন ভূমিকা নেই তো ?? সবাই চাইছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করুক।

আর অন্তত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজিগুলো যাতে সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেই বিষয়ে পরিকল্পিত ভূমিকা গ্রহণ করুক দপ্তর।

দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কল্যাণপুরে রেলি সভা করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ নভেম্বর।। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কল্যাণপুরে রেলি এবং সভা সংগঠিত করে বিজেপি দল। সম্প্রীতি গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘরের প্রথম খিস্তি এর টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যেককে ৪৮ হাজার টাকা করে। এতে খুশি সুবিধাভোগীরা। তাই এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে ধন্যবাদ জানিয়ে এক বিশাল রেলি সংঘটিত হয় কল্যাণপুরে। এদিন সন্ধ্যায় রেলিটি কল্যাণপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শেষে কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড এ এক পথসভায় মিলিত হয়। ভালো লোক সমাগম হয়।

রাজ্যে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ টি ঘর দেয়া হয় প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে। তাই সোমবার কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে এক ধন্যবাদ রেলি ও সভার আয়োজন করা হয়। মিছিল টি মন্ডল অফিস থেকে শুরু হয়ে সারা কল্যাণপুর পরিক্রমা করে। পরে মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ কে সভাপতি করে এক সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় ঘর পায় ২৭৫১ জন। এর মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা পান ২১০২ জন। সোমবারের সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তথা বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সভাপতি পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ এবং বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য স্বরস্বতী দেবনাথ। সবার শেষে বক্তব্য রাখেন মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ। বিধায়ক তার বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেস কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন রাজ্যে বিরোধী দল আসলে কে। নির্বাচন আসলে কিছু লোক সিপিম বা অধুনা তৃণমূল সেজে মানুষ কে বিভ্রান্ত করে টাকা কামাচ্ছে। এটাই ওদের কাজ। তিনি কুনাল ঘোষ ও পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কেও আক্রমণ এর নিশানা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় জোর প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। বিলোনিয়া পুর পরিষদের ১৭ টি ওয়ার্ডে তুফান গতিতে চলছে বিজেপি দলের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার। এই ১৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে নজরকরা নির্বাচনী কেন্দ্র হলো শহরের ৮ নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে শাসক বিজেপি দলের গতবারের প্রার্থী অনুপম চক্রবর্তী আর অন্য দিকে বিরোধী সিপিআইএম দলের প্রার্থী দুবারের চেয়ারপারসন দীপঙ্কর সেন। বিজেপি দলের প্রার্থী গতবারের কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী প্রত্যেকদিন নিয়ম করে মিছিল,মিটিং স্কোয়াডিং,ঘরোয়া সভা,পথসভা,বারী বাড়ী প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী অনুপম চক্রবর্তী। একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রার্থী শ্রী চক্রবর্তী বলেন একটা অকাল নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম বিলোনিয়া পূর পরিসদে। কিন্তু করোনা জনিত কারণে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা পুরবাসীদের জন্য যত টুকু সম্ভব করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব কিছু আমরা করে ফেলেছি সেটুকু বলবো না। মানুষের ছোট খাটো সমস্যা গুলু সমাধানের চেষ্টা করেছি কারণ ১৭ মাস সময়টা খুব কম সময় সাথে ছিল করোনা। কিছুটা ব্যাঘাত তো কাজের ক্ষেত্রে ঘটেছে সবকিছু করে উটতে পারি নি তাই আগামী পুর নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় এলে বিলোনিয়াকে আপনারা নতুন ভাবে দেখতে পাবেন এই আসা টুকু করতে পারেন। পুর বাসীদের আমরা আশ্বস্ত করতে চাই পুর এলাকাবাসীদের সাচ্ছন্দের কথা আমরা পূরণ করার চেষ্টা করবো। প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন প্রশ্নে বলেন এলাকার মানুষের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া পাচ্ছি। সবাই পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন, এখন আমরা সবাই ২৮ সে নভেম্বর এর দিকে তাকিয়ে থাকবো। সেদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, এখন শুধু অপেক্ষা।

কৈলাসহরে নির্বাচনি উত্তার ক্রমেই বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেনার কৈলাসহরে ভোট প্রচারে দিয়ে আক্রান্ত হল তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যের গাড়ি। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আশিস লাল সিং যখন ভোট প্রচার করেছিলেন তখন গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কৈলাসহর পুর পরিষদের সতেরো নং আসনের পূর্ব দুর্গাপুর এলাকায় সতেরো নং আসনের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শচীন্দ্র লাল চ্যাটার্জির সমর্থনে প্রার্থী এবং কর্মী সমর্থকদের নিয়েবাড়ি বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বের হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আশীষ লাল সিং। ভোটের প্রচারে বাড়ি বাড়ি যখন প্রচারাভিযান করছিলেন কখনোই তার গাড়িটি ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। আশীষ লাল সিং উনার গাড়িটি এই এলাকাতেই মনু নদীর বাঁধের উপর রেখেছিলেন। আশীষ লাল সিং জানান যে, সন্ধ্যার পর বিজেপি দলের দুস্কৃতিকারী জয়কিশান শর্মা এবং মিল্টন সিনহার নেতৃত্বে বাইক বাহিনী নিয়ে এস্টেট্রঞ্জ১৩-৩৪২২ নম্বরের সাদা বলেরো গাড়িটি ভাংচুর করে চলে যায়। গাড়িটি ভাংচুর করার সময় গাড়ির ভিতরে গাড়ির চালক একা বসা ছিলেন। গাড়ির চালক সবাইকে চিনেছেন বলে আশীষ লাল সিং জানান। বাইক বাহিনী দা, লাটি, শাবল সহ অন্যান্য ধারালো অস্ত্র সংগে নিয়ে এসে গাড়িটি ভাংচুর করেছে। গাড়ি ভাংচুর করার সময় বাইক বাহিনী গাড়ির ভিতর চালককে দেখার পর চালককে মেরে ফেলতে উদত্য হলে চালক প্রান বাঁচানোর জন্য দৌড়ে পালিয়ে যায়। গাড়ি ভাংচুরের শব্দ শোনে আশীষ লাল সিং সহ অন্যান্যরা দৌড়ে গাড়ির পাশে আসতেই বাইক বাহিনী পালিয়ে যায় বলে জানান আশীষ লাল সিং। ঘটনার খবর পেয়ে খোঁজ খবর নিতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা ঘটনাস্থলে এসে আশীষ লাল সিংএর খবর নেন। বিরজিত সিনহা ঘটনাস্থলে এসে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন বিজেপি দল এরকম ঘৃণ্য বর্বরোচিত ন্যাকারজনক ঘটনা করেছে। বিরজিত সিনহা প্রকাশ্যেই বিজেপি দলকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ক্ষমতা থাকলে উনার কিংবা কংগ্রেস দলের সাথে মারামারি করে দেখুক। কংগ্রেস দল এবং বিরজিত সিনহা অপেক্ষা করছেন কখন বিজেপি দলের দুস্কৃতিকারীরা আক্রমণ করবে। যখনই আক্রমণ করবে সংগে সংগেই পালটা দেওয়ার জন্য তৈরী আছেন বলেই চ্যালেঞ্জ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটি সদস্যের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনভাবেই দাবিয়ে রাখা যাবে না বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সিপিআইএম

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। কিন্তু তিনি জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়ে সদর কার্যালয়ে বৈঠকে আছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু ত্রিপুরার গণতন্ত্র যখন রক্তাক্ত, সংবিধান ছিন্নভিন্ন তখন এর থেকে আর বড় কোন ক্রাইম হতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। এদিকে সিপিআইএম নেতৃত্ব মানিক দে বলেন, রাজ্য জ্বলছে, মানুষ রক্তাক্ত হচ্ছে, তা নিয়ে রাজ্য পুলিশের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আজকের আন্দোলন এখানেই শেষ করে দিলে হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত শাসক দলের চরিত্র বদলাবে ততক্ষণ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

হলফনামা চেয়েছেন। আবেদনকারিণী সুপ্রিমকোর্টে বলেছিলেন, সংবিধানের ধারা ২২৬ মোতাবেক ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট অবকাশের জন্য ওই আবেদন গ্রহণ হয়নি। আবেদনকারিণীর ওই বক্তব্যের কারণ জানতে চেয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

আগামী ১২ ডিসেম্বর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার তাথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না। মিথ্যার ওপর ভর করেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাজনীতির স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমকোর্টকে বিভ্রান্ত করেছে। সর্বোচ্চ আদালতে মিথ্যা বলেছে তারা। তাই, এখন ল্যাজেগোবরে হওয়ার অবস্থা ধরেছে, কটাক্ষ করেন তিনি।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

বন্ধুরাসহ রাজ্যের মানুষ সেটা অনুভব করতে পেরেছেন।

জাতীয় প্রেস দিবসে আমার আবেদন থাকবে, সাংবাদিক ও মিডিয়ার সাথে সরকারের হৃদ্যতাপূর্ণ যে পরিবেশ রয়েছে তাতে ত্রিপুরার উন্নয়নকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মিডিয়া ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

এদিকে, আগামীকাল ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস দিবস। জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সংস্ক‌তি মন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্র, বৈদ্যতিন চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছাবার্তায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, জাতীয় প্রেস দিবস (ন্যাশনাল প্রেস ডে) হলো ভারতের জাতীয়স্তরের সাংবাদিকতা দিবস। ১৯৬৬ সাল থেকে প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হয়। ১৯৬৬ সালে প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থাটি মূলত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, গুণমান এবং উন্নতিসাধনের লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিলো। ১৯৬৬ সালের ১৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেস কাউন্সিল কাজ শুরু করে। এই দিনটিকে মরণে রেখে প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপিত হয়।

শুভেচ্ছা বার্তায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতবর্ষের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় প্রেস দিবস মূলত সংবাদমাধ্যমের কাছে একটি নৈতিক প্রহরী হিসেবে কাজ করে আসছে। এই পবিত্র দিনে সংবাদ পরিবেশনে সংবাদমাধ্যমগুলি নিরপেক্ষতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করুক। সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমেরিকা

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সেনা। এই কামান কিনতে ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করে ভারত। সেই অর্ডারের ৮৯টি কামান ইতিমধ্যেই ভারতের হাতে এসেছে। সেই অর্ডারের ৫৬টি আরও কামান ভারত পাবে আগামী বছরের জুনের মধ্যে।

পূর্ব সেক্টরে এম৭৭৭ আল্ট্রা-লাইট হাউইতার ছাড়াও মোতায়েন করা হয়েছে সিএইচ৪৭এফ চিনুক হেলিকপ্টার। সুইডিশ অস্ত্র সংস্থা বোফর্স এবি-র তৈরি আপগ্রেডেড এস-৭০ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানও পূর্ব সেক্টরে মোতায়েন করা হয়েছে। উচ্চতা এবং দুর্গম পথের কারণে সীমান্তের বহু স্থানেই ভারী কামান মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। তবে চিনুকের সাহায্যে সেই সব স্থানে এম৭৭৭ আল্ট্রা-লাইট হাউইতার মোতায়েন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সিকিম থেকে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত ভারত-চিন সীমান্তের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৩৪৬ কিলোমিটার। গত প্রায় ১৮ মাস ধরে লাদাখে চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিবাদে জড়িয়েছে ভারত। এরই মাঝে সীমান্ত বিবাদের জেরে অরুণাচলেও সম্প্রতি দুই দেশের সেনা মুয়খোমুখি হয়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে যে চিন যুদ্ধের অভ্যাসের তীব্রতা বাড়িয়েছে সীমান্ত পারে। পাশাপাশি সেখানে রিজার্ভ ফোর্সও মোতায়েন করেছে পিএলএ। ক্রমেই অরুণাচল সীমান্ত বরাবর পরিস্থিতিতি জটিল হয়ে যাচ্ছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে কমান্ডারস্তরে মোট ১৩ দফা বৈঠক হয়েছে। এই আবহে অত্যাধুনিক কামানের পাশাপাশি অরুণাচলপ্রদেশের ভারত-চিন সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টারের মতো বাহনের সংখ্যা বাড়াচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

কর্মচারী

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে তার একটি হাত চিরতরে হারিয়েছেন। কিন্তু খয়ের পুর ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার, ডিজিএম এবং ম্যানাজার কার্তিক দাস এর সাহায্যের জন্য কোন পদক্ষেপ এখনো অব্দি নেননি। দপ্তর থেকে কোন সাহায্য করা হয়নি।

জিবি হাসপাতালে শয্যায় কাতরাতে হচ্ছে কার্তিক দাসকে। ছটপট করতে হচ্ছে হাত কাটার যন্ত্রণা নিয়ে। কিন্তু এখন অব্দি সরকার কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে কার্তিক দাসের সাহায্যর জন্য বোধগম্য হচ্ছে না কারণ তা বোধগম্য হচ্ছে না। সহকর্মীরা কিছু কিছু করে সাহায্য করে উনার হাতে সাড়ে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের স্টাফের অফারে স্পষ্ট লেখা রয়েছে ৫ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে রেগুলার করা হবে। কিন্তু এখন অব্দি ১৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠছে সরকারের নীরব ভূমিকায়।

অবিলম্বে বিদ্যুৎ দপ্তর এর কর্মী কার্তিক দাসের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্য প্রদানের দাবি উঠেছে। সরকারি উদাসীনতা এবং বিদ্যুৎকে গমের আধিকারিকদের দায়িত্বহীনতার কারণে কার্তিক দাসের মতো বিদ্যুৎকর্মী অর্থের অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারছে না

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

সমন্বয়কে অনুঘটক করবে, বৈদ্যুতিক লাইনের স্থানান্তর, বয়স্ক, মহিলা, শিশু এবং ভিন্নভাবে সক্ষম প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। রাস্তা উন্নত করবে এবং শহুরে নকশায় পরিবর্তন আনা হবে। মিঃ কোনিশি বলেছেন, যে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৌশলের বিধান, পর্যটন অপারেটরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাস্তার বিক্রেতা এবং কারিগরদের জীবিকা উন্নয়ন, আগরতলায় অন্যান্য সম্পদ এবং পর্যটন আকর্ষণগুলির জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করবে।

প্রকল্পটি ৪৮ কিলোমিটার (কিমি) নতুন বা বিদ্যমান স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ নির্মাণ ও আপগ্রেড করবে এবং ২৩ কিলোমিটার জলবায়ু-সহনশীল শহুরে রাস্তা নির্মাণ করবে। অন্যান্য হস্তক্ষেপের মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত স্থানগুলি সংস্কার করা এবং মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ জলাশয় এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে জল বিনোদন এবং লেকসাইড ওয়াকওয়ে তৈরি করা যা শহরের প্রধান পর্যটন আকর্ষণ।

স্মার্ট সিটি মিশন উদ্যোগের নীতি অনুসরণ করে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের মডেল হিসাবে আগরতলার কেন্দ্রীয় এবং উত্তর অঞ্চলগুলিকে গড়ে তোলার ফলে শহরাঞ্চলকে আরও বাসযোগ্য, নাগরিক-বান্ধব করে শহরের অন্যান্য অংশ উন্নত করা হবে।

ইংরেজদের

● প্রথম পাতার পর

অনেকাংশেই উপেক্ষিত ছিলো। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষেত্রে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলো। তবে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনজাতিদের অবদানের যোগ্য সম্মাননা প্রদানের দেশব্যাপী প্রয়াস নিয়েছেন। জনজাতিদের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে উন্মোচনের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এই উপেক্ষিত ইতিহাস- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধীজী সহ বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনটিকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে সরকারিভাবে দেশব্যাপী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ইংরেজদের দমন পীড়ন নীতির সামনে কখনোই নতি স্বীকার করেননি বিরসা মুণ্ডা। বিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মতো প্রতি ঘরে ঘরে ভগবান বিরসা মুণ্ডার ছবি রাখার জন্য সবার প্রতি আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ব সংগ্রঞ্জা-র সহ সভাপতি বীরেন্দ্র রিয়াং, সমাজ অধিপতি বিদ্যাজয় রিয়াং রায় প্রমুখ।

জনজাতি

● প্রথম পাতার পর

প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন দেববর্মা বলেন দপ্তর অধিকর্তা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এক সপ্তাহের মধ্যেই এসব সমস্যা সমাধান করা হবে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি নিজে সঙ্গে বলেন। তিনি ছাত্র-ছত্রীদের আশ্বস্ত করে বলেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কলারশিপের টাকা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মিটিয়ে না দিলে তিনি নিজে পুনরায় দপ্তরের অধিকর্তার অফিসে আসবেন। দপ্তর অধিকর্তা এবং এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের কাছ থেকে স্কলারশিপের টাকা পাওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আসাস পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা সন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি দ্রুত গতিতে থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তিন জন গুরুতর আহত হয় বলে জানা যায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতলে নিয়ে আসা হয়। আহতের মধ্যে এম ডি সি সঞ্জীব রিয়াং ও উনার দেহরক্ষী রয়েছে বলে জানা যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মনপাথর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনার কারন নিয়ে তদন্তে নেমেছে ও দুর্ঘটনায় কারা কারা আহত হয়েছে তাদের চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ঘটনা নিয়ে মনপাথর বজারের লোকজনদের থেকে দাবি উঠেছে বাজার এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে আরক্ষা প্রসাশনের পক্ষ থেকে মনপাথর বাজার এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হোক।

হালহালি রাস্তার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের দমকল বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধার করে বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে।

মদমত্ত অবস্থায় বাইক চালানোর ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে কমলপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কমলপুর থানার কমলপুর -- হালহালি রাস্তার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু’’জন। আহতরা হলেন, বাইক চালক ছোটন দাস (২৮) ও নিরোদ দাস (৩২)। আহতদের বাড়ি কমলপুর থানার হারের খোলা গ্রামে।রবিবার ছিল কমলপুর হালহলি বাজারের হাট বার। ছোটন দাস ও তার বন্ধু নিরোদ দাস হারের খোলা গ্রাম থেকে পালসার বাইক নিয়ে কোন এক কাজে হালহালি বাজারে যায়। হালহালি বাজার থেকে দুই বন্ধু প্রচন্ড মদ্য পান করে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কমলপুর হারের খোলা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে পেট্রল পাম্প সংলগ্ন আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা কমলপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অচৈতন্য মদমত্ত অবস্থায় আহতদের রাত নয়টা নাগাদ বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের নাকে, মুখে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত মদ্যপান করে বাইক চালানোর ফলেই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে, দিনের-পর-দিন কল্যাণপুরে পথদুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। সোমবার দুপুরে কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগান বাজারে তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের উপর ঘটে পথদুর্ঘটনা। খবরে জানা যায় খোয়াই থেকে একটি মারুতি গাড়ি কল্যাণপুরে যাচ্ছিল। একটি অটো গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে মারুতি গাড়ি কে ধাক্কা মারে। এতে করে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা অল্পবিস্তর আহত হন। ৩ জন যাত্রীর বেশ আঘাত লাগে। এর মধ্যে একজন উপজাতি যাত্রী পরিমল দেববর্মা বয়স ৪৭ তিনি কল্যাণপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করান। উনার হাতে পায়ে ব্যাথা লাগে। গাড়ি বা পথদুর্ঘটনা খবরে জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দিনের পর দিন রাস্তায় বিভিন্ন গাড়ি এবং বাইক এর সংখ্যা যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনি পথদুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। চাই সচেতন হওয়া সবাইকে।

মঞ্জুর

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে গোমতির পুলিশ সুপার যোগাযোগ করেন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে। করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার ত্রিপুরা-অসম জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সব থানাকে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে ফেক খবর ছড়ানোকারিণী দুই সাংবাদিককে ধরতে নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রবিবার নিলামবাজার থানা কর্তৃপক্ষ দলবল নিয়ে জাতীয় সড়কে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করেন। ত্রিপুরা পুলিশ তাঁদের অসম থেকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসে এবং দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর উভয়কে গ্রেফতার করে।

তাঁদের বিরুদ্ধে কাঁকড়াবন থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ১৫৩বি, ১৯৩, ৫০৪, ২০৪ এবং ১২০বি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। মামলা নম্বর ৮২/২০২১। এ-বিষয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করার বদউদ্দেশ্যে ওই দুই সাংবাদিক রাজ্যে এসেছেন। ত্রিপুরাকে বদনাম করার জন্য রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে মিথ্যা খবর রটিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছেন তাঁরা।

সুশান্তবাবু বলেন, গত ১১ নভেম্বর সমৃদ্ধি কে সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা ত্রিপুরায় আসেন এবং তাঁরা উনকোটি জেলায় গিয়ে সংখ্যালঘু মানুষদের কাছে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন। তাঁরা নিজেদের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেও মিথ্যা খবর ছড়িয়েছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় পুলিশ দুজনকে সহযোগিতা করতে বলেছিল। কিন্তু সহযোগিতা করার বদলে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

তথ্য মন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরার মসজিদে আগুন কিংবা ভাঙচুর এবং সংখ্যালঘু অংশের মানুষকে মারধরের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। অথচ সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকে ওই দুই সাংবাদিক মিথ্যা ও অসত্য খবর প্রচার করেছেন। তাঁর দাবি, ওই দুই সাংবাদিক রাজনৈতিক দলের দোসর হিসেবে ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁরা ত্রিপুরাকে লণ্ডভণ্ড করতে চাইছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেন, তাঁরা কোনও অন্যায় না করে থাকলে পুলিশের ডাকে ভয় পেয়েছেন কেন? আগরতলা দিয়ে বিমানে দিল্লি যাওয়ার বদলে অসমে কেন পালিয়ে গেছেন?

এদিকে, আজ গোমতি জেলা মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত ওই দুই সাংবাদিককে ৭৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বণ্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। শুধু তাই নয়া জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর দিন থেকে প্রতি মাসের প্রথম দিন মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের সামনে উপস্থিত হতে হবে যতদিন না পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ না মিলে। তাছাড়া তারা দেশ ছেড়ে অন্য কোন রাষ্ট্রে যেতে পারবেন না। পুনরায় তাঁদের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুধু তা—ই নয়, আগামীকাল তাঁদের কাঁকড়াবন থানায় হাজিরা দিতে হবে। পাশাপাশি, ওই মামলায় পুলিশকে দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

স্কুলের

● প্রথম পাতার পর

৩২৯টি বিদ্যালয়ে ২৭,৯৮৯ জন অভিভাবক এবং গোমতী জেলার ৫৩৯টি বিদ্যালয়ে মোট ২৯,১২০ জন অভিভাবক এই মেগা শিক্ষক অভিভাবক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, গতকাল শিশু দিবসের অনুষ্ঠান থাকায় খোয়াই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আজ ক্লাস শেষের পর শিক্ষক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সদর মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বেশি সংখ্যক শিক্ষক নির্বাচনী কাজে যুক্ত হওয়ায় গতকাল সদর এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক অভিভাবক আলোচনা সভা করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্ভবত আগামী ২১ নভেম্বর এই সভা করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনালাল নাথ।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই ১২ নভেম্বর সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সমীক্ষা ২০২১ সম্পন্ন হয়েছে। সারা রাজ্যে মোট ২৯ হাজার ৬৩৯ জন শিক্ষার্থী এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্যে এই সমীক্ষার দায়িত্বে ছিল এস সি ই আর টি। মোট ৮৯৪টি স্কুলে ৯৫.১২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তিনি জানান, ত’তীয়, প’ম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণীতে যথাক্রমে ৫ হাজার ৬৩৫ জন, ৫ হাজার ৫৪৫ জন, ৮ হাজার ৬৬৫ জন এবং ৯ হাজার ৭৯৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শতাংশের নিরিখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৯৭.৭০ শতাংশ, সিপাহীজলা জেলায় ৯৭.৫৩ শতাংশ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৯৬.১২ শতাংশ, খোয়াইয়ে ৯১.০২ শতাংশ, ধলাইয়ে ৯১.৯৭ শতাংশ, ঊনকোটিতে ৯৩.৬০ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৯৫.১১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমহল, অভিভাবক, আধিকারিক সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সুষ্ঠভাবে এই সমীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পুকুরে নেমে ভুব দিতেই জল থেকে উঠছে না দেখে তার ছেলে চিৎকার চেঁচামেচি করতেই ছুটে আসে শংকরের স্ত্রী সহ অন্যান্য ইট ভাট্টার শ্রমিকেরা। এরপর শ্রমিকেরা জলে নেমে খোঁজা খুঁজি শুরু করে। খোঁজা খুঁজি করতেই শংকরের দেহ পেয়ে জল থেকে তুলে আনে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মা কামাক্ষা ইট ভাট্টা এলাকায়।

ক্রীড়াঙ্গন

অপ্রত্যাশিত হার, কাতার বিশ্বকাপে পৌঁছনোর অপেক্ষা বাড়ল রোনাল্ডোর

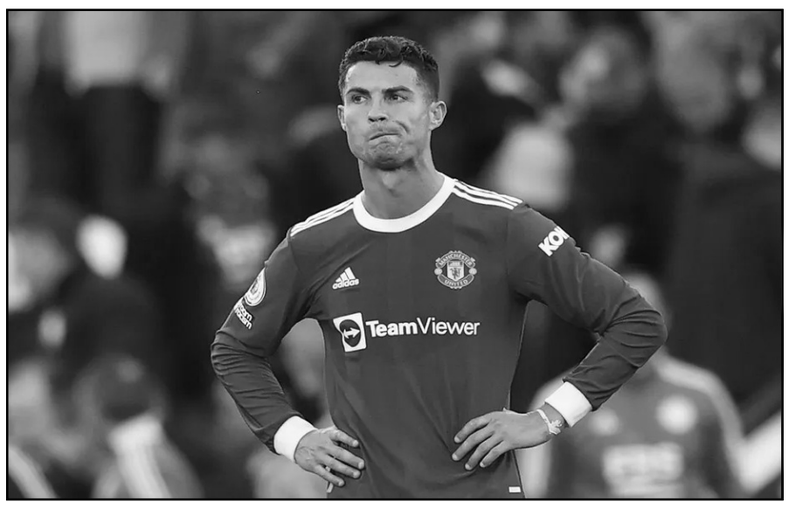

লিসবন, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : সার্বিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত হারে থমকে গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন। সরাসরি নয়, এবার প্লে অফ খেলেই কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে পর্তুগীজদের। কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে এবার সি আর সেভেন।

এবারের ইউরো কাপে নামার পরই পাঁচবার ইউরো খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কাতার বিশ্বকাপই হয়ত তাঁক কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। সেখানেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই, পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলার নজির গড়বেন তিনি। সেই লক্ষ্য নিয়েই পর্তুগাল অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। ম্যাচের ২ মিনিটের মধ্যে রেনাতো স্যাঞ্চেসের গোলে এগিয়েও যায় পর্তুগাল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গোলের সুযোগ পেলেও ৮০০তম গোল করতে ব্যর্থ হন এদিন সি আর সেভেন।

সার্বিয়ার বিরুদ্ধে এদিন আধঘন্টা পর্যন্তই এগিয়ে থাকতে পেরেছিল পর্তুগাল। ৩৩ মিনিটে দুসান তাদিচের গোলে সমতায় ফেরে সার্বিয়া। শেষপর্যন্ত ঘরের মাঠে বদলে যায় চিত্রটা। মিত্রোভিচের ভুলে ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি সার্বিয়া, সেই মিত্রোভিচের গোলেই পর্তুগালকে হারিয়ে দেয় সার্বিয়া। সেইসঙ্গে সি আর সেভেনের বিশ্বকাপের টিকিটের অপেক্ষাও বেড়ে যায়। মার্চ মাসে প্লে অফের ম্যাচে নামতে হবে পর্তুগালকে। সেখানে সাফল্য তবেই মিলবে কাতার বিশ্বকাপের ছাড়পত্র।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে পারেন জিদান

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : ওয়ে গুন্নার সোলসারের পরিবর্তে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যানেজারের আসনে দেখা যেতে পারে জিনেদিন জিদানকে। এমনই খবর ঘোরাফেরা করছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্দরমহলে।

প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ফরাসি কিংবদন্তির এখনও সুসম্পর্ক রয়েছে। তাই ম্যান ইউ কর্তারা মনে করছেন, সান্তিয়াগো বের্নাবাউয়ের মতো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবেও সুদিন ফেরাতে পারে তাঁদের যুগলবন্দি। পর্তুগিজ মহাতারকাও নাকি সোলসারের বিদায় চান। তবে সূত্রের খবর, জিদান ইংল্যান্ডে ক্লাব কোচিংয়ে আসার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

রোনাল্ডোকে আবার ফিরিয়ে আনা হলেও রেড ডেভিলস যে এবারও প্রিমিয়ার লিগ জিতবে না, সেটা এখনই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট টেবলে পল পোগবারা রয়েছেন ছ'নম্বরে। তা-ও শীর্ষে থাকা চেলসির থেকে ন'পয়েন্ট পিছনে। সোলসার প্রবল চাপে পড়েছেন লিভারপুলের কাছে ০-৫ হেরে। পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও তাদের ২-০ হারিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের ধারণা, ম্যান ইউয়ে কোচ বদল এখন সুদুই সময়ের অপেক্ষা। যে কোনও মহূর্তে নতুন কেউ দায়িত্ব নেবেন। রোনাল্ডোর পছন্দের কোচ জিদান এখন কোনও ক্লাবে কোচিং করাচ্ছেন না। প্রসঙ্গত, দু'দফায় জিদানের তত্ত্বাবধানে রিয়াল মাদ্রিদ তিন বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দু'বার লা লিগা জয়ের অনন্য নজির গড়েছিল। ফরাসি কিংবদন্তি নাকি বুঝতে পারছেন না, ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব নেওয়াটা ঠিক হবে কি না। ফরাসি প্রচারমাধ্যমের খবর, অদূর ভবিষ্যতে জিদান সম্ভবত মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনোর জায়গায় প্যারিস সাঁ জারমাঁর কোচ হবেন। যদিও ম্যান ইউ কর্তাদের বিশ্বাস, রোনাল্ডো ও রাফায়েল ভারানের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া থাকায় জিদান শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে কোচিং করাতে রাজি হয়ে যাবেন। অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার থেকে স্থায়ী হওয়া সোলসার তিন বছরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে একটাও ট্রফি আনতে পারেননি। তাই তাঁর বিদায়ের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তীব্র হচ্ছে। এতদিন শোনা যাচ্ছিল, ম্যান ইউয়ে কোচ হতে পারেন জিদান, আন্তোনিয়ো কন্তে, এরিক তেন হা এবং ব্রেন্ডন রজার্সের মধ্যে একজন। কিন্তু গত মরসুমে ইন্টার মিলানকে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন করে আসা কন্তে ইতিমধ্যে টটেনহ্যাম হটস্পারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তেন হা নাকি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসতে আগ্রহী নন। বাকি থাকছেন লেস্টার সিটির সফল ম্যানেজার রজার্স ও জিদান। সম্ভাব্য নতুন গুরুর ভূমিকায় এই দু'জনের নাম নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে। এ দিকে, চোটের কারণে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া ফরাসি তারকা পল পোগবারও নতুন বছরে ম্যান ইউ ছাড়ার সম্ভাবনা তীব্র হচ্ছে। রবিবার স্পেনের একটি সংবাদপত্র জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক দলবদল শুরু হলে ফরাসি মিডফিল্ডারকে বের্নাবাউয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে দেবেন রিয়াল মাদ্রিদ কর্তারা। সাম্প্রতিক সময়ে সোলসারের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়েছে পোগবার। তা ছাড়া লিভারপুলের বিরুদ্ধে হারের পরে পল স্কোলসের মতো প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা পোগবাকে আর প্রথম একাদশে না রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে বেজায় চটেছেন ফরাসি তারকা।

আজ থেকে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু ভারত-নিউজিল্যান্ড ইডেনে টি-২০ ম্যাচের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ও দুটি ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে নিউজিল্যান্ড। আগামী ২১ নভেম্বর ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচ। আজ সোমবার থেকে অনলাইনে ইডেন ম্যাচের টিকিট মিলবে পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে।

২২ গজে ফের ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বৈরথ। টি-২০ বিশ্বকাপের পরই ভারত সফরে আসতে চলেছে নিউজিল্যান্ড। ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ও ২ ম্যাচে টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে নিউজিল্যান্ড ব্রিগেড। কলকাতার ইডেন উদ্যানেও টি-২০ ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড। গোলাপি বলের টেস্টের পর এই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ পেতে চলেছে ইডেন।

নিউজিল্যান্ডের ভারত সফরের সূচি- টি-২০ সিরিজ

প্রথম ম্যাচ: ১৭ নভেম্বর, সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম (রাজস্থান)

দ্বিতীয় ম্যাচ: ১৯ নভেম্বর, জেএসসিএ স্টেডিয়াম (রাঁচি)

তৃতীয় ম্যাচ: ২১ নভেম্বর, ইডেন গার্ডেন্স (কলকাতা)

টেস্ট সিরিজ

প্রথম টেস্ট: ২৫-২৯ নভেম্বর, গ্রিন পার্ক (কানপুর)

দ্বিতীয় টেস্ট: ৩-৭ ডিসেম্বর, ওয়াংখেড়ে (মুম্বই)

আইসিসির সেরা একাদশে জায়গা হল না একজনও ভারতীয়র, অধিনায়ক বাবর আজম

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের পর প্রকাশিত আইসিসির সেরা একাদশে জায়গা হল না বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের মতো নাম। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের জায়গা হলেও অধিনায়ক বাবর আজমের আইসিসির সেরা দলে নেই একজনও ভারতীয় ক্রিকেটার। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহনকারী দলগুলো থেকে সেরা পারফরম্যান্স করা ক্রিকেটারদেরই বেছে নেওয়া হয় সেই দলের জন্য। সেই তালিকাতেই আইসিসির জুরি একজনও ভারতীয়কে রাখেনি। এবারের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চূড়ান্ত খারাপ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে ভারত। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডর কাছে হেরে বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব টপকাতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। শেষ তিনম্যাচে আফগানিস্তান, স্কটল্যান্ড এবং নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখালেও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

এক নজরে সেরা দ্বাদশ

ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া) - ২৮৯ রান

জশ বাটলার (ইংল্যান্ড) - ২৬৯ রান

বাবর আজম (পাকিস্তান) - ৩০৩ রান

চরিথ আসালঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) - ২৩১ রান

এইডেন মারকাম (দক্ষিণ আফ্রিকা) - ১৬২ রান

মইন আলি (ইংল্যান্ড) - ৯২ রান ও সাত উইকেট

ওয়ানিডু হাসারঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) - ১৬ উইকেট

অ্যাডাম জাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) - ১৩ উইকেট

জশ হ্যাজেলউড (অস্ট্রেলিয়া) - ১১ উইকেট

ট্রেন্ট বোল্ট (নিউ জিল্যান্ড) - ১৩ উইকেট

অনরিচ নর্খজে (দক্ষিণ আফ্রিকা) - ৯ উইকেট

শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান) - ৭ উইকেট

ভারতীয় দলের কোচিংকে বিদায় জানিয়েই নয়া দায়িত্ব নিলেন রবি শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের পরই ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর নয়া ইনিংসের শুরু। তবে ক্রিকেট থেকে এখনই যে তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন না, তা আগেই জানিয়েছিলেন। এবার নতুন পদে আসীন হলেন শাস্ত্রী। লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হল তাঁকে। সোমবার লিগের তরফেই এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোচ হিসেবে ভারতীয় দলকে বহু সাফল্য এনে দিয়েছেন শাস্ত্রী। আইসিসি টুর্নামেন্টের ভাঁড়ার কার্যত শূন্য থাকলেও শাস্ত্রীয় জমানায় একের পর এক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। টেস্টেও টানা ৪২ মাস শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল দল। এহেন সফল কোচের মেয়াদ ফুরোতেই জল্পনা শুরু হয়ে যায়, এবার কোন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। এর আগে শোনা গিয়েছিল, আইপিএলের নতুন দল আহমেদাবাদের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিতে পারেন তিনি। আবার ধারাভাষ্যকার হিসেবেও কামব্যাক করতে পারেন শাস্ত্রী। তবে আপাতত সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল শাস্ত্রীকেই তারা বেছে নিয়েছে লিগ কমিশনার হিসেবে। এই লিগেই নস্ট্যালজিয়া উসকে ২২ গজে নামবেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। লিগের প্রথম মরশুম শুরু ২০২২ সালের জানুয়ারিতে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড-সহ বিভিন্ন দেশের প্রাক্তনীরা অংশ নেবেন এই লিগে। মোট তিনটি দল খেলবে। ভারত, এশিয়া এবং বিশ্ব একাদশ। আর সেখানেই শাস্ত্রীর উপস্থিতি লিগকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, "ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারায় ভাল লাগছে। বিশেষ করে কিংবদন্তিদের সান্নিধ্যে আসা যাবে ভেবে আরওই আনন্দ হচ্ছে। তাঁদের আর কিছু প্রমাণ করার নেই। তবে ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার এত বছর পরও তাঁরা কীভাবে লিগ জমিয়ে দেন, তা দেখতেই মুখিয়ে রয়েছি। দারুণ একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি এই লিগের ভবিষৎ উজ্জ্বল হবে।"

সোলসারের পরিবর্তে জিদানকে আনার ভাবনা

ওয়ে গুন্নার সোলসারের পরিবর্তে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কি ম্যানেজারের আসনে দেখা যেতে পারে জিনেদিন জিদানকে? এমনই ভাবনা চলছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্দরমহলে। ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমেও সে রকম লেখা হচ্ছে।প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ফরাসি কিংবদন্তির এখনও সুসম্পর্ক রয়েছে। তাই ম্যান ইউ কর্তারা মনে করছেন, সান্তিয়াগো বের্নাবাউয়ের মতো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবেও সুদিন ফেরাতে পারে তাঁদের যুগলবন্দি। পর্তুগিজ মহাতারকাও নাকি সোলসারের বিদায় চান। যদিও শোনা যাচ্ছে, জিদান ইংল্যান্ডে ক্লাব কোচিংয়ে আসার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।রোনাল্ডোকে আবার ফিরিয়ে আনা হলেও রেড ডেভিলস যে এ বারও প্রিমিয়ার লিগ জিতবে না, সেটা এখনই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট টেবলে পল পোগবারা রয়েছেন ছ'নম্বরে। তা-ও শীর্ষে থাকা চেলসির থেকে ন'পয়েন্ট পিছনে। সোলসার প্রবল চাপে পড়েছেন লিভারপুলের কাছে ০-৫ হেরে। পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও তাদের ২-০ হারিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের ধারণা, ম্যান ইউয়ে কোচ বদল এখন সুদুই সময়ের অপেক্ষা। যে কোনও মহূর্তে নতুন কেউ দায়িত্ব নেবেন। রোনাল্ডোর পছন্দের কোচ জিদান এখন কোনও ক্লাবে কোচিং করাচ্ছেন না। প্রসঙ্গত, দু'দফায় জিদানের তত্ত্বাবধানে রিয়াল মাদ্রিদ তিন বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দু'বার লা লিগা জয়ের অনন্য নজির গড়েছিল।ফরাসি কিংবদন্তি নাকি বুঝতে পারছেন না, ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব নেওয়াটা ঠিক হবে কি না। ফরাসি প্রচারমাধ্যমের খবর, অদূর ভবিষ্যতে জিদান সম্ভবত মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনোর জায়গায় প্যারিস সাঁ জারমাঁর কোচ হবেন। যদিও ম্যান ইউ কর্তাদের বিশ্বাস, রোনাল্ডো ও রাফায়েল ভারানের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া থাকায় জিদান শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে কোচিং করাতে রাজি হয়ে যাবেন। অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার থেকে স্থায়ী হওয়া সোলসার তিন বছরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে একটাও ট্রফি আনতে পারেননি। তাই তাঁর বিদায়ের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তীব্র হচ্ছে।এতদিন শোনা যাচ্ছিল, ম্যান ইউয়ে কোচ হতে পারেন জিদান, আন্তোনিয়ো কন্তে, এরিক তেন হা এবং ব্রেন্ডন রজার্সের মধ্যে একজন। কিন্তু গত মরসুমে ইন্টার মিলানকে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন করে আসা কন্তে ইতিমধ্যে টটেনহ্যাম হটস্পারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তেন হা নাকি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসতে আগ্রহী নন। বাকি থাকছেন লেস্টার সিটির সফল ম্যানেজার রজার্স ও জিদান। সম্ভাব্য নতুন গুরুর ভূমিকায় এই দু'জনের নাম নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে।এ দিকে, চোটের কারণে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া ফরাসি তারকা পল পোগবারও নতুন বছরে ম্যান ইউ ছাড়ার সম্ভাবনা তীব্র হচ্ছে। রবিবার স্পেনের একটি সংবাদপত্র জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক দলবদল শুরু হলে ফরাসি মিডফিল্ডারকে বের্নাবাউয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে দেবেন রিয়াল মাদ্রিদ কর্তারা। সাম্প্রতিক সময়ে সোলসারের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়েছে পোগবার। তা ছাড়া লিভারপুলের বিরুদ্ধে হারের পরে পল স্কোলসের মতো প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা পোগবাকে আর প্রথম একাদশে না রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে বেজায় চটেছেন ফরাসি তারকা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে কোটিপতি হয়ে গেলেন বাবর আজমরা, কোহলীরা হলেন লাখপতি

ছয় বছরের অপেক্ষার পর আইসিসি-র কোনও ট্রফি জিতল অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ দিনের ট্রফি খরা কাটানোর পরে তাদের নিরাশ করেনি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাও। কোটিপতি হয়ে গিয়েছে তারা। গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে না পারা বিরাট কোহলীদের পকেটে ঢুকেছে অনেক কম টাকা।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ১২ কোটি টাকা (১৬ লক্ষ ডলার) পেয়েছে অ্যারন ফিঞ্চ, ডেভিড ওয়ার্নারের দল। রানার্স হওয়া কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড পেয়েছে ৬ কোটি টাকা।সেমিফাইনালে ছিটকে যাওয়া বাবর আজমের পাকিস্তান ও অইন মর্গ্যানের ইংল্যান্ড দল প্রত্যেকে ৩ কোটি টাকা করে পেয়েছে।গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া দলগুলি পেয়েছে ৫২ লক্ষ টাকা (৭০ হাজার ডলার) করে।

অস্ট্রেলিয়ার ১০ মহারথীর মুখে বিশ্বজয়ের নেপথ্য কাহিনি

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম বারের জন্য টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ফাইনাল জিতে মাঠের মধ্যেই উল্লাসে মাতেন অজি ক্রিকেটাররা। তার পরে ধরা দেন ক্যামেরার সামনে। ম্যাচ জিতে সাক্ষাৎকারে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করলেন দলের ১০ ক্রিকেটার। বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে কী কী কারণ ছিল, তা উঠে এল তাঁদের কথায়।অ্যারন ফিঞ্চ: অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দল হিসাবে টি২০ বিশ্বকাপ জিততে পেরে গর্বিত। দলের প্রত্যেকে দারুণ ক্রিকেট খেলেছে। অনেকে ওয়ার্নারের সমালোচনা করেছিলেন। সব জবাব ও ব্যাটে দিয়েছে। জাম্পা আমার কাছে টুর্নামেন্টের সেরা বোলার। সবাই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দল হিসাবে জিতেছি আমরা।মিচেল মার্শ: গত ছ'সপ্তাহ দুর্দান্ত কেটেছে। কোচ ও ম্যানেজমেন্ট আমার উপর আস্থা রেখেছেন। তাঁদের আস্থার দাম দিতে পেরে খুব খুশি। প্রথম থেকে বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছি। ওয়ার্নার অন্য প্রান্তে দুর্দান্ত খেলেছে। ও থাকায় ব্যাট করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।মিচেল স্টার্ক: পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে আমরা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছি। প্রত্যেক ম্যাচে আলাদা আলাদা ক্রিকেটার ম্যাচ জিতিয়েছে। গত দু'বছর ধরে সাদা বলের ক্রিকেটে সেরা বোলার জাম্পা। আমরা ওকে সাহায্য করেছি।অ্যাডাম জাম্পা: আমি নিজের শক্তি অনুযায়ী বল করেছি। জানতাম উইকেটে বল কিছুটা ধীরে যাবে। টসে জিতে শুকনো বলে বল করায় সুবিধা হয়েছে। প্রথমে উইকেট তুলে বিপক্ষকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দলের এই সাফল্যের জন্য কোচদের ধন্যবাদ।গ্লেন ম্যাক্সওয়েল: আমার ব্যাটে জয়ের রান আসায় খুব খুশি। জাম্পা আমাদের সেরা বোলার। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ওর উত্থান দেখে খুব ভাল লাগছে। ব্যাটে-বলে দলের কাজে লাগতে পেরে গর্বিত।জস হ্যাজলউড: চাপের মুখে ব্যাটাররা দুর্দান্ত ব্যাট করেছে। বড় রান তাড়া করা কঠিন ছিল। কিন্তু প্রথম বল থেকেই দেখে মনে হচ্ছিল আমরা জিতব। কেন উইলিয়ামসন দুর্দান্ত ক্রিকেটার। নিজের শক্তি অনুযায়ী বল করেছিলাম। ভাল লাগছে।প্যাট কামিন্স: আমাদের জন্য প্রচুর সমর্থন ছিল। এখানে আইপিএল খেলায় কিছুটা সুবিধা হয়েছে। হ্যাজলউড দুর্দান্ত বল করেছে।ম্যাথু ওয়েড: প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিততে পেরে দারুণ লাগছে। আমরা সবাইকে বলতে পারব আমরাই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছি। আমাদের জন্য বিশেষ মুহূর্ত। শুরু থেকেই আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা জিতব। ওয়ার্নার, মার্শ অসাধারণ।মার্কাস স্টোইনিস: এটা দলগত ফল। আমি দলের জন্য গর্বিত। দেশের সবাই আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তাঁদের জন্য বিশ্বকাপ নিয়ে যেতে পেরে খুব খুশি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দুর্গাবাড়ি চা বাগানে বিরসা মুন্ডার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রমিকরা। ছবি নিজস্ব।

দিল্লির দূষণে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রকে জরুরি বৈঠক ডাকতে বলল সর্বোচ্চআদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ুদূষণ রুখতে নির্মাণকাজ বন্ধ, অপ্রয়োজনীয় পরিবহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাড়ি থেকে কাজ করার মতো বিষয়গুলি নিয়ে মঙ্গলবার একটি জরুরি বৈঠক ডাকতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবারের ওই বৈঠকে পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানার মুখ্য সচিবদের জরুরি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলেছে শীর্ষ আদালত। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত শুনানি স্থগিত। সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বায়ুদূষণের জন্য কিছু এলাকায় খড়বিচালি পোড়ানো ছাড়াও পরিবহন, শিল্প ও যানবাহন চলাচলও দায়ী।

দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা কমাতে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপর সোমবার হলফনামা দিয়ে দিল্লি সরকার জানিয়েছে, বায়ুদূষণ ঠেকাতে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু করতে প্রস্তুত রয়েছেন তাঁরা। হলফনামায় আরও জানানো হয়েছে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এনসিআর ও প্রতিবেশী রাজ্যে এমন পদক্ষেপ করতে বলা হয়, তাহলে দিল্লি সরকারও কড়া পদক্ষেপ করতে রাজি রয়েছে।

এদিকে, দিল্লিতে বায়ুদূষণ রুখতে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লি ও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বায়ুদূষণের জন্য খড়বিচালি পোড়ানোই অন্যতম কারণ নয়। বায়ুদূষণ রুখতে সোমবার শীর্ষ আদালতে যে তিনটি প্রস্তাব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল-দিল্লিতে জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা, দিল্লিতে ট্রাক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং লকডাউন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের মতো সোমবারও দিল্লির বাতাস ছিল ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা। দিল্লির বায়ু মান সূচক অর্থাৎ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৪২। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, সোমবার ঘন ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায় গাজিয়াবাদ, গ্রেটার নয়ডা, গুরুগ্রাম এবং নয়ডা। ৯.০৫ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে ৩২৮, ৩৪০, ৩২৬ এবং ৩২৮। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম।

জেএনইউ-তে ফের এবিভিপি-এসএফআই সংঘর্ষ আহত দু'পক্ষের পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এবিভিপি'র সংঘর্ষে ফের উত্তেজনা ছড়াল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৪ নভেম্বর রাতে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা। তাতে দু'পক্ষের একাধিক পড়ুয়া জখম হয়। এবিভিপি ঘটনার দায় চাপিয়েছে এসএফআইয়ের ঘাড়ে। অন্যদিকে সংঘর্ষের জন্য পাল্টা এবিভিপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে এসএফআই। সব মিলিয়ে রবিবার রাত থেকে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা। ইতিমধ্যে বাসন্তগঞ্জ থানায় দুই ছাত্র সংগঠনের তরফে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। কিন্তু কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। দুই পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংঘর্ষের পরই মধ্যরাতে টুইট করে এবিভিপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই-র সভাপতি ঐশী ঘোষ। লেখেন, হিংসা ছড়িয়ে এবিভিপির গুন্ডারা জেএনইউর গণতন্ত্রকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। এবিভিপি জানিয়েছে, নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করা বামেরা তাদের মিটিং বানচালের চেষ্টা করে।

পুর ভোট ঃ সোনামুড়ায় সিপিএমের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত ও মেলাঘর পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোমবার সোনামুড়া রবীন্দ্র চৌমুহনীতে সিপিআইএমের জমায়েত ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এবারের নির্বাচনে শাসক দল বিজেপির প্রতারণার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য গণদেবতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত ও মেলাঘর পুরসভা নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থীদের জয়ী করতে সোনামুড়ায় বামেদের মিছিল ও পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এ দিন মিছিলটি সোনামুড়া বিভাগীয় পার্টি অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্রচৌমনীতে এসে মিলিত হয় পথ সভায়। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক শহীদ চৌধুরী, ভানুলাল সাহা, সামসুল হক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, উন্নয়নের নামে যে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এই লুটপাট বন্ধ করতে উন্নয়ন এর জন্য সিপিআইএম প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করুন।বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, সোনামুড়াতে জাহাজ আনার নাম করে শুধু সাইনবোর্ড বানিয়ে ২০ লক্ষ্য টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জাহাজ আর আসে নি। সোনামুড়ায় সিপিআইএম আমলের বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে টাকা লোপাট করা হচ্ছে। সোনামুড়া খেলার মাঠের পাশে খেলোয়াড়দের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়।এই ভবন এখন নেশা খুরদের আতুর ঘর।, খেলোয়াড়দের জন্য তৈরী করা জিম সেন্টারের যাবতীয় সামগ্রী নেতাদের ঘরে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন ,জন বিচ্ছিন্ন একটি পার্টি মানুষের স্বার্থে নয়, কাজ করছে লোটেরাদের স্বার্থে। উনি বলেন, মানুষ এখন বুঝে গেছে আস্তে আস্তে বিজেপির ভরাডুবি শুরু হয়েছে।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ফলাফল খারাপ। এক বছর হতে চলছে কৃষক আন্দোলন। কিন্তু সরকার এখনো কোনো কথা শুনছে না। মানুষ বুঝতে পারছে।বিজেপিকে আর ভোট দিবে না। বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রাজনীতি করে।তাই শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এর জন্য সিপিআইএম প্রার্থীদের জয়ী করতে আহ্বান করেন তিনি।পুর নির্বাচন উপলক্ষে সিপিআইএমের সভা ও জামায়াতকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ভোটে এর যোগ্য জবাব মিলবে বলে সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেছেন।

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম ধর্মনগরের পুর পরিষদের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ নভেম্বর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদ নির্বাচনে বাঁকা পথে জয় লাভ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাছে সিপিআই(এম)। নির্বাচনি প্রচারের নামে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলি করছে সিপিআই(এম) দল,এমনই অভিযোগ করনে রাজ্য বিধানসভার উপাধক্ষ্য তথা ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন।সোমবার সকালে বিশ্ববন্ধু সেন অভিযোগ করে বলেন, এদিন সিপিআই(এম) দল ধর্মনগর পুর পরিষদের নয় নং ওয়ার্ডের প্রার্থী বাড়ি বাড়ি প্রাচারের আড়ালে ভোটারদের টাকা বিলি করছে।এমন সংবাদ পাবার পর বিজেপি দলের কর্মীরা সিপিআই(এম) কর্মীদের আটক করে।এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। সানীয় থানার পুলিশ সিপিআই(এম) কর্মীদের থানায় নিয়ে গিয়ে পরে ছেড়ে দেয়।

এদিকে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনে পরাজয় জেনে সিপিআই (এম)৯ টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রলুব্ধ করার চেষ্ট করছে। অপরদিকে ধর্মনগর পুর পরিষদের নয় নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের কনভেনার স্বপন চন্দ অভিযোগ করে বলেন,এদিন তারা নয় নং ওয়ার্ডের প্রার্থী অনুপমা দওের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেছিলেন। সেইসময় শাসক বিজেপি দলের কর্মীরা তাদের প্রচার অভিযানে বাঁধা দেবার জন্য টাকা বিলির মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের আটকে রাখে। তিনি আরো জানান, শাসক দল নির্বচনে লড়তে ভয় পাচ্ছে। শাসক দলের পরাজয় নিশ্চিত। এর জন্যই নানা কৌশলে তাদের প্রচার অভিযানে বাঁধা দিচ্ছে।

-উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার ইতিমধ্যে তুঙ্গে উঠেছে। পূর্বের সিপিআইএম শাষিত ধর্মনগর পুর পরিষদের পঁচিশটি আসন বিজেপি দলের দখলে আনতে মরিয়া শাসক দল বিজেপি।তবে বিরোধী দল সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃনমূল কংগ্রেস ও নির্দলীয় প্রার্থীরাও মাঠ ছাড়তে নারাজ। ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডের লড়াইটা হচ্ছে চতুর্মুখী লড়াই। ২৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তৃনমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।তবে পাল্লা ভারীর পথে শাসক দল বিজেপির মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগ।৫৫ নং বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দলীয় মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগকে বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার ঝড় তুলতে শুরু করেছেন। প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি প্রচার,উঠান সভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৩ নং ওয়ার্ডে।তেমনি সোমবার সন্ধ্যায় ২৩ নং ওয়ার্ডের বটরসি সিত এলাকায় বিজিপি দলের মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব, ধর্মনগর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উক্ত নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি বিশ্ববন্ধু সেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিজেপি দল উন্নয়নের দল।বিগত সাড়ে তিন বছরে ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকায় একশোর বেশি পাকা ড্রেইন হয়েছে।রাস্তা হয়েছে প্রায় একশত। তাছাড়া কয়েক হাজার পরিবারে বিনামূল্যে অটল জল ধারায় পানিয় জল সরবরাহ করেছে বর্তমান সরকার। শ্রী সেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরো বলেন, ধর্মনগর পুর পরিষদ বিজেপির দখলে আসলে সাধারন জনগন সব থেকে বেশি পরিমাণে উপকৃত হবেন।তাই ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার আবেদন করেন।বিশ্ববন্ধু সেন আরো বলেন, বিরোধী দলগুলি তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাঁকা পথে ভোটারদের প্রলুব্ধ করার চেষ্ট করছে। অপরদিকে ২৩ নং ওয়ার্ডের মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগ বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে তিনি আশাবাদী।

ছেচড়িমাইয়ে অঙ্গনওয়াড়ী দিদিমনি ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম বিধানসভার বালুয়াছড়ি ছেচুড়ীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের থালা ভাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের বরাদ্দকৃত ডিম, ছুলা, বিস্কুট সহ অন্যান্য সামগ্রী না দেওয়ার প্রতিবাদে দিদিমণিকে ঘেরাও করে রাখেন এলাকার অভিভাবকরা।

চরিলাম বিধানসভার

বালুয়াছড়ি ছেচুড়ীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের থালা ভাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের বরাদ্দকৃত ডিম, ছুলা, বিস্কুট ইত্যাদি সামগ্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সরবরাহ না করায় স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

সোমবার সকাল বেলায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখেন। জানা যায় নভেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে। কিন্তু ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরকম বরাদ্দকৃত জিনিস দিচ্ছেন না দিদিমণি। তারই প্রতিবাদে দিদিমণিকে স্কুলের মধ্যে ঘেরাও করে রাখেন গ্রামবাসীরা।বিষয়টি স্থানীয় নেতা মাতব্বরদেরকে জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। অবিলম্বে প্রাপ্য জিনিসপত্র নিয়ে না দিলে তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় অপরাধ কমেছে বিহারে, দাবি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-র

পটনা, ১৫ নভেম্বর (হি.স) : মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় অপরাধমূলক কাজকর্ম কমেছে বিহারে। সোমবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এমনই জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে কিছু মানুষ আমার বিরুদ্ধাচারণ করছেন, কিন্তু আমি মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে কঠোর। যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করছেন এটা তাদের নিজস্ব মতামত। রাজ্যবাসীর মহিলা এবং পুরুষ সকলের মতামত নিয়ে মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল উভয়েই নিষেধাজ্ঞা আইন বাস্তবায়নে একমত। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অঙ্গীকার করেছিল। সম্প্রতি বিহারের মজফফরপুরে বিষমদ পানের ৩২ জন মারা যায়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আগামীকাল এবিষয়ে এক উচ্চ - পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, সরকার কোনও মূল্যে নিষেধাজ্ঞা আইন ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বিহারে নিষিদ্ধ আইন বলবৎ থাকবে। মদ খুবই খারাপ জিনিস। আপনি যদি পান করেন তবে আপনি মারা যাবেন।

স্বল্প সময়েই দেশের জন্য ইতিহার রচনা করেছিলেন ভগবান বিরসা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের জন্য সম্পূর্ণ ইতিহার রচনা করেছিলেন ভগবান বিরসা মুন্ডা, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। দেশ ও সমাজের জন্য নিবেদিত ছিল তাঁর প্রাণ। জন-আন্দোলনের নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার স্মৃতিতে সোমবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে একটি মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'স্বাধীনতার অমৃতকালে দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতের জনজাতীয় ঐতিহ্য এবং তাঁদের বীরত্বের কাহিনীকে আরও বড় পরিচয় দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে ১৫ নভেম্বর ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী দিনটি ''জনজাতি গৌরব দিবস'' হিসেবে পালনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভগবান বিরসা মুন্ডা স্মৃতি উদ্যান-সহ স্বাধীনতা সংগ্রাম মিউজিয়ামের জন্য সমগ্র দেশের আদিবাসী সমাজ, ভারতের প্রতিটি নাগরিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মিউজিয়াম স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতীয় বীরদের অবদান, বৈচিত্র্যে ভরপুর জনজাতীয় সংস্কৃতির একটি জীবন্ত স্থাপনা হয়ে উঠবে।'

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সমাজের জন্য বলিদান দিয়েছিলেন ভগবান বিরসা মুন্ডা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও দেশের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আর তাই এখনও আমাদের আস্থা, আমাদের ভাবনায় ভগবানের রূপে বিরাজমান রয়েছেন তিনি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের জন্য সম্পূর্ণ ইতিহার রচনা করেছিলেন ভগবান বিরসা, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।'

পঞ্চবট্টি গণহত্যার ২২ তম দিবস পালন করলেন সিমনার জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। পঞ্চবট্টি গণহত্যার ২২ তম দিবস সিমলার ঈশানপুরস্থিত রাজিব স্মৃতি বনে। এ উপলক্ষে প্রভাত ফেরি ,হরিনাম সংকীর্তন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৯৯৯ সালের ১৪ ই নভেম্বর সিমনার পঞ্চবটী বাজারে গণহত্যার ২২ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সিমনার ঈশানপুরস্থিত রাজীব স্মৃতি বনে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান।১৯৯৯ সালের সেই দিনটিতে পঞ্চবটী বাজারে উগ্রপন্থীদের তপ্ত বুলেটে ১৮ জন নিহত হয় ও পাঁচজনকে অপহৃত করে নিয়ে যায় পরে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে আরো দুজনকে আটকে রেখে দেয় উগ্রপন্থীরা।মোট ২৫ জনকে হারিয়েছিলো তাদের পরিবার পরিজনরা।তারপর গঠিত হওয়া সিমনাঞ্চল গণ আন্দোলন কমিটির উদ্যোগে নিহতদের সেদিন একসাথে ঈশানপুর ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে জায়গাটির নাম দেওয়া হয় রাজিব স্মৃতি বন।তখন থেকে রাজীব স্মৃতি বনে প্রতিবছর তাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে হয়ে আসছে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। ২২তম শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিহতদের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা।সকালবেলায় মঙ্গলারতি ও প্রভাত ফেরী দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তারপর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন,বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,,দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ,সন্ধ্যায় হয় নাম সংকীর্তন।সিমনাঞ্চল গণ আন্দোলন কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনকর্মীরা। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মদন মোহন সাহা, অমল সরকার।

বীভৎসময় দিনের কথা মনে উঠলে ওই এলাকার মানুষ এখনো আতঙ্কে আঁতকে উঠেন। আর কোন দিন যাতে ভাতৃঘাতী দাঙ্গার কবলে পড়ে জাতি উপজাতি কোন অংশের মানুষকে স্বজনহারা হতে না হয় সেজন্য আবেদন জানিয়েছেন এলাকার শান্তি প্রিয় জনগণ।

সুপারি রপ্তানিতে বাধা দেয়ায় চাষিদের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। প্রতিবছর ত্রিপুরায় উৎপাদিত সুপারি প্রতিবেশী রাজ্য সরবরাহ করা হতো। তাতে সুপারি চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হতেন। সুপারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরাও দুটো পয়সার মুখ দেখতেন। কিন্তু এবছর অসমে সুপারি নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাতে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আসামে ত্রিপুরা রাজ্যের সুপারি যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির শিকার হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে সুপারি চাষী ও সুপারি আরতদারদের।

এব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছে সুপারি চাষী ও আরতদাররা।প্রতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা সহ কমলপুর থেকে আরতদাররা সুপারি চাষীদের কাছ সুপারি ক্রয় করে আসাম রাজ্যের বিভিন্ন কোম্পানির কাছে বিক্রি করতো। এবার কোন এক অজ্ঞাত কারনে গত দু" মাস যাবত আসাম পুলিশ ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সুপারি যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় অন্যান্য মহকুমার মতো কমলপুরে সুপারি আরতদারদের মাথায় হাত পড়েছে। কমলপুরের কলাছড়ি রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার বস্তা সুপারি জমে পচতে শুরু করেছে। আরতদের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া সুপারি চাষীরা তাদের সুপারি বিক্রি করতে পারছেনা। সূত্রের খবর, ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি আসাম গেইটে আসাম পুলিশ সুপারি যেতে বাঁধা দিচ্ছে। যার জন্য সুপারির বস্তা গুলি পচতে শুরু করেছে। এতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুপারি আরতদার ও সুপারি চাষীরা। এবিষয়ে কমলপুর কলাছড়ি গ্রামের এক সুপারি আরতদার ও সুপারি চাষী বলেন তাদের দুঃখ দুর্দশা ও আর্থিক অচল অবস্থার কথা। ত্রিপুরা থেকে সুপারি যাতে অসমের নিয়ে বাজারজাত করা যায় সে বিষয়ে যাবতীয় বাধা বিপত্তি দূর করার উদ্যোগ নিতে সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন সুপারি ব্যবসায়ী এবং সবজি চাষীরা।

রাজনগরে গবর আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ নভেম্বর।। গবর আক্রমনে গুরুতর আহত একব্যাক্তি সোমবার দুপুরে রাজনগর ব্লকের একিনপুরের তেবারিয়া এলাকায়। আহত ব্যাক্তির নাম কিরন ত্রিপুরা। বয়স ৬৫ ,বাড়ি একিনপুরের তেবারিয়ার এসটি কলোনী এলাকায়। রক্তাক্ত হয়ে আহত অবস্থায় মাটিতে কিরন ত্রিপুরাকে পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা চিনতে পেরে ,খবর দেয় বাড়ির লোকজনকে। বাড়ির লোকজনরা ঘটনা স্থলে ছুটে আসে এরপর আহত কিরন ত্রিপুরাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে চোত্তাখোলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে আহত কিরন ত্রিপুরাকে নিয়ে আসার পর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক , উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। জানা যায় , রবিবার কিরন ত্রিপুরা মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়। কিরন ত্রিপুরার মেয়ের বাড়ি পিআর বাড়ি থানাধীন চোত্তাখোলার গলাচিপা। আজ সকালে মেয়ের বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজ বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয় পায়ে হেঁটে। বাড়ির থেকে আধা কিলোমিটার দূরে রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে গব বের হয়ে হঠাৎ আক্রমন করে বসে কিরন ত্রিপুরাকে।

জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়ায় এমডিসি প্রদ্যুৎ দেববর্মন সাক্ষাৎ করেন দপ্তরের অধিকর্তার সাথে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।